Contents

নবম বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

# তর্জুমানুল-হাদীছ

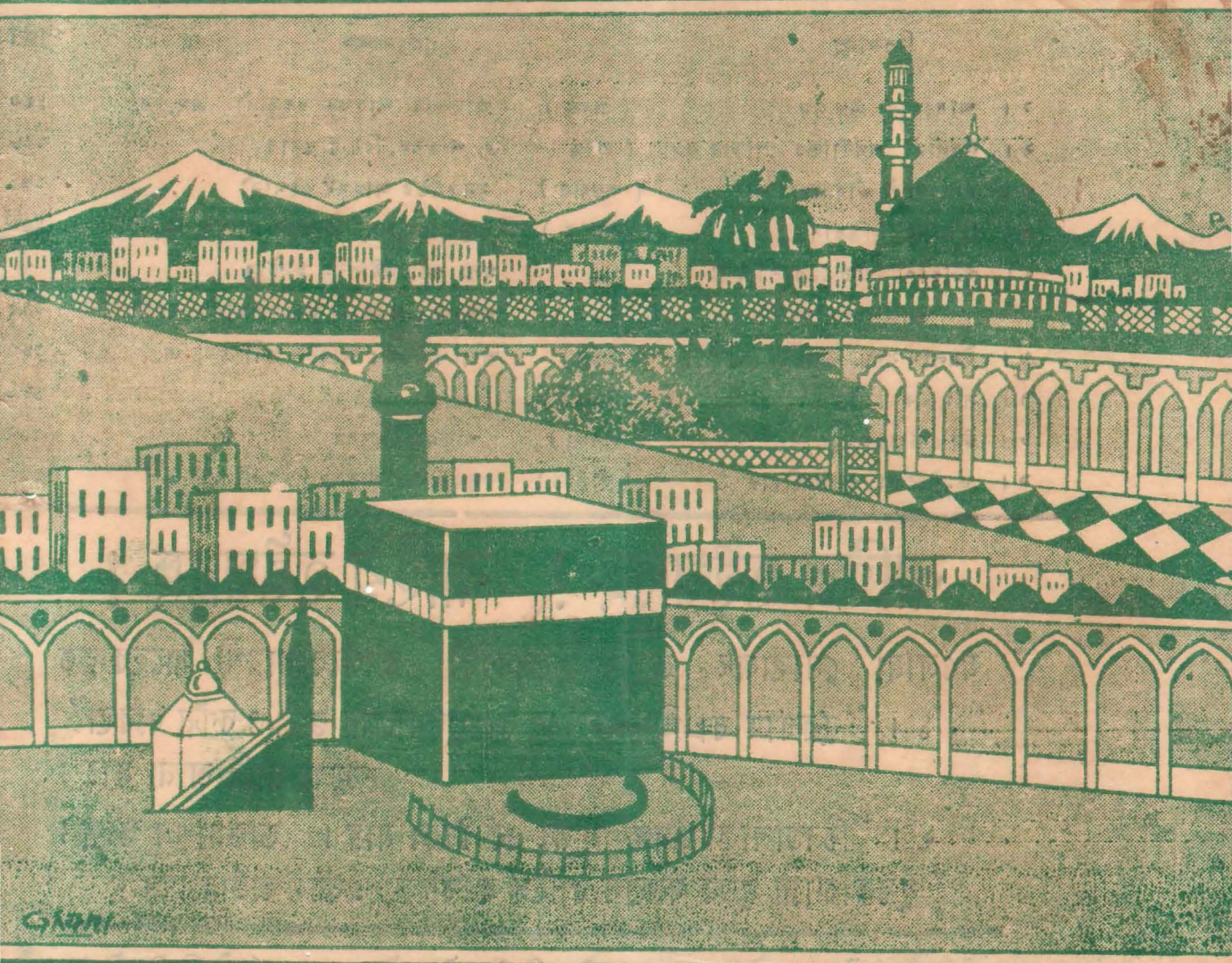



সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ॥০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০

www.ahlehadeethbd.org

Contents


# তর্জুমানুলহাদীস

( মাসিক )

নবম বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৬৭ বাং এপ্রিল ১৯৬০ ইং


## বিষয় সূচী


| বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। আসহাবুল উখ্দুদ | ( প্রবন্ধ ) | আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ, | ১৫৩ |
| ২। ইসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা | ( প্রবন্ধ ) | এ, খ হমদ, রিসার্চ স্কলার | ১৫৮ |
| ৩। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা | ( অনুবাদ ) | মুনতাছির আহমদ রহমানী | ১৬১ |
| ৪। মিসরের ইতিহাস | ( ইতিহাস ) | ডক্টর এম, এ, আবদুল কাদের ডি, লিট | ১৬৯ |
| ৫। ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী | | মূল: স্যার উইলিয়ম হাণ্টার | |
| প্রতিপক্ষের যবানী | ( " ) | অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী—মেছাঘোণা | ১৭৫ |
| ৬। ইসলাম সমন্বয় নহে | ( প্রবন্ধ ) | অধ্যাপক মো: আবদুল গণী এম, এ, | ১৮১ |
| ৭। সাময়িক প্রসঙ্গ | ( সম্পাদকীয় ) | | ১৮৬ |
| ৮। ঈদ মোবারক | ( কবিতা ) | আফজল হোসেন | ১৯২ |
| ৯। জময়্যতের প্রাপ্তিস্বীকার | ( স্বীকৃতি ) | মুনতাছির আহমদ রহমানী | ১৯৩ |



# বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"

মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জময়্যতে-আহলেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

**পূঃ পাঃ জময়্যতে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র**

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

সদর দফতর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।


www.ahlehadeethbd.org

Contents

# তর্জুমানুল হাদীস


মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

| | | |
|---|---|---|
| নবম বর্ষ | এপ্রিল ১৯৬০ খৃস্টাব্দ, যিলকদ ১৩৭৯ হিঃ,<br>বৈশাখ ১৩৬৭ বংগাব্দ | চতুর্থ সংখ্যা |

প্রকাশ মহল—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা


## "আস্‌হাবুল-উখ্‌দুদ"

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এ চিরপরিবর্তনশীল জগতে নিত্য কত যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা কে রাখে? কোথাও ভাংছে কোথাও গড়ছে। কোথাও সংস্কার হচ্ছে আমূল কোথাও আংশিক ভাবে। এত ভাংগা-গড়ার মাঝেও পৃথিবীর একটি নিয়ম আজও অক্ষয় ও অব্যয় হয়ে রয়েছে। তা' হল এই যে, পৃথিবীর বুকে যখনই কোন সংস্কারমূলক আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল দল আদাজল খেয়ে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তারা আন্দোলনকারীদের প্রতি এতই জিঘাংসু হয়ে উঠেছে যে, এর ফলে আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্য তাদের নিকট সংকীর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগেও মুসলমানদেরকে মক্কাবাসীদের হাতে অনুরূপ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এসব নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত ব্যক্তিদের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ৩০শ পারায় সূরা বুরূজে বলেছেন :

والسماء ذات البروج
واليوم الموعود وشاهدو
مشهود قتل اصحاب الاخدود
النار ذات الوقود اذهم
عليها قعود وهم على
مايفعلون بالمومنين شهود
وما نقموا منهم الا ان
يومنوا بالله العزيز الحميد
الذى لـه ملك السموت
والارض والله على كل
شيء شهيد ۔

(সাক্ষ্যদান করবে) কক্ষবিশিষ্ট আসমান এবং সে অটল অঙ্গীকৃত দিবস আর তামাশাকারী ও তামাশা। (এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে) বিধ্বস্ত হয়ে গেছে খন্দকগুলির অধিকারীরা অর্থাৎ সে আগুন ও ইন্ধনপূর্ণ খন্দকের অধিকারীরা। যখন তারা খন্দকগুলির উপরিভাগে উপবিষ্ট ছিল আর দেখ্‌তে ছিল যা' তাদের লোকজনেরা মুমেনদের প্রতি করছিল। মু'মেনদের এ ছাড়া আর অন্য কোন অপরাধই ছিলনা যে, তারা সেই পরাক্রান্ত, মহিমাময় আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি আসমান ও জমিনের সকল রাজ্যের অধিপতি। আর আল্লাহ সকল বিষয়ের পর্যবেক্ষক।

www.ahlehadeethbd.org

অতঃপর আল্লাহ তাআলা নির্যাতনকারীদেরকে আখেরাতে প্রজ্জলিত হুতাশন ও দুনয়াতে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরার ভয় দেখিয়েছেন আর নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে নদনদী মালা সম্বলিত বেহেস্তের কানন কলাপের শুভ সংবাদ দান করেছেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করে বলছেন: কিন্তু অবিশ্বাসীদের ত' কাজই بل الذين كفروا فى تكذيب হল মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া। পক্ষান্তরে والله من ورآءهم محيط আল্লাহ তাদেরকে পেছন দিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেলেছেন।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধের ১ম উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত ৪র্থ আয়াতে বর্ণিত "আসহাবুল-উখদুদ" বা খন্দকগুলির অধিকারীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

## আসহাবুল উখদুদ

উখদুদ বহু বচন। এর এক বচন খদ্—বহু বচনে অবস্থা বিশেষে উখদুদ ও আখদিদ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থ—লম্বাভাবে খোঁড়া দীর্ঘ খানা খন্দক। (১) যেহেতু উল্লিখিত আয়াতে "উখদুদ" শব্দের "বদল" (Noun in apposition) স্বরূপ "আগুনের" উল্লেখ করা হয়েছে অতএব এখানে "খন্দকের" অর্থ সাধারণ খন্দক নয় বরং অগ্নিপূর্ণ খন্দক, যাকে আমরা অগ্নিকুণ্ড বলে থাকি।

কুরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলির মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, দুনয়ায় এমনও এক সময় ছিল যখন তওহীদবাদী মুমেন মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের দুশমনদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত হতে হত। তাদেরকে জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করে দূরে দাড়িয়ে তামাশা দেখা হত। এসব অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হত। কতকগুলি খন্দক খনন করে আর তার আগুনকে জীবন্ত করে রাখা হত তাতে ইন্ধন যুগিয়ে যুগিয়ে। যাদের আদেশে এই অগ্নিকুণ্ডগুলি স্থাপিত হয়েছিল কুরআনের ভাষায় তারাই 'আসহাবুল উখদুদ' বলে অভিহিত।

১) মওলানা আকরম খাঁ কৃত তফছীরুল কুরআন ৫ম খণ্ড, ৭২৬-২৭ পৃঃ।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এমর্মার্থের বাস্তব নিদর্শন দুনয়ার ইতিহাসে বিদ্যমান আছে কি না? যদি থেকে থাকে তবে আলোচ্য সুরায় কোন বিশিষ্ট ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, না এ ধরণের যতগুলি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ও হতে থাকবে তার প্রত্যেকটাই এর অন্তর্ভুক্ত।

আবু হাইয়ান স্বীয় তফসীরে লিখেছেন, "আসহাবুল উখদুদ" সম্বন্ধে কুরআনের ভাষ্যকারগণ দশটী কওল উদ্ধৃত করেছেন।" প্রত্যেকটী কওলে এক একটি দীর্ঘ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সেসব কেচ্ছা কাহিনীর উল্লেখ করলাম না। অনুরূপভাবে ইমাম রাযী ও তফসীর রূহল মাআনীর ভাষ্যকার লিখেছেন যে, "আসহাবুল উখদুদ" সম্বন্ধে দশটিরও অধিক কওল দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের মতে, তৌহীদবাদী মুমেন মুসলমানদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করে জীবন্ত বিদগ্ধ করার বাস্তব নিদর্শন দুনয়ার ইতিহাসে দু' চারটা নয় বরং ভুরিভুরি রয়েছে এবং আলোচ্য সুরায় কোন বিশিষ্ট ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি বরং এধরণের যতগুলি ঘটনা যুগে যুগে ধরার বুকে সংঘটিত হয়েছে—তা' ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই হোক আর পরেই হউক তার প্রত্যেকটাই আলোচ্য সুরায় বর্ণিত "আসহাবুলউখদুদের" অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মান্ধ ও স্বার্থপর পোপ পুরোহিত ও রোমান সম্রাটদের পারস্পরিক সহযোগীতায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ নারকীয় অভিনয়ের সূচনা হয় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম হতে। ইসায়ী ধর্মের ধারক ও বাহকেরা, ক্ষমা ও প্রেমের অবতারেরা পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করার অপরাধে কত সহস্র নর ও নারী, বালক ও বৃদ্ধকে যে ভস্মাবশেষে পরিণত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইউরোপের বাইরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার (تعذيب بالنار) ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) যুগ থেকে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে ঠাকুর-বিগ্রহগুলি ভেঙ্গে ফেলার অপরাধে হযরত ইবরাহীমের কওম বলেছিল:

www.ahlehadeethbd.org

একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করে ইবরাহীমকে প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ কর।

قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم -

হযরত ইবরাহীমের (আঃ) যুগ থেকে নিয়ে আঁ-হযরতের (দঃ) যুগ পর্যন্ত এমনিতর অগ্নিকাণ্ড ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে বহুবার সংঘটিত হয়েছে। খৃঃ পূর্ব (B. C.) ৬০০ নাগাদ বাবেল শহরে হযরত দানিয়ালের ভক্তদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধি-ভূত করা হয়; খৃঃ পূর্ব ৭০ (B. C.) নাগাদ আন্-তাবাখুস্" (Antiockus) বহু সংখ্যক ইয়াহুদীকে আগুনে নিক্ষেপ করে ভস্মীভূত করে; খৃঃ পূর্ব ১৪০ (B. C.) নাগাদ অর্থাৎ আরব সম্রাট হারিস বিন মাযাযের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ হাবশীরা একদল ভও-হীদবাদী মুমেনকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। পরে হারিস বিন মাযায এদের শাস্তি বিধান করেন। কুর-আনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইবনে কসির ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারী যখন ইস্পাহান বিজয় করেন তখন সেখানকার শহরপনাহের একটি প্রাচীর ভগ্নাবস্থায় দেখ্‌তে পান। তিনি বারবার চেষ্টা করেও প্রাচীরটী পুনর্নির্মিত করতে পারেননি। অবশেষে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জানান যে, উক্ত প্রাচী-রের নীচে একজন সাধু ব্যক্তির কবর রয়েছে। দেও-য়ালের ভিত্ খনন করে দেখা গেল, তথায় এক ব্যক্তির কবর এবং কবরের মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় একজন লোক। লোকটির পাশে একখানা তরবারী সুরক্ষিত। তাতে লিখা আছে :—

আমি হারিস বিন মাযায। আমি আস-হাবুল উখ্‌দুদের নিকট তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলাম।

انا الحارث بن مضاض قسمت على اصحاب الاخدود -

এ'ছাড়া ৩০০ খৃষ্টাব্দে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানগণ একত্ব-বাদী খৃষ্টানদেরকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়; ৫২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ "যু-নাওয়াস" নামক এক ইয়াহুদী আবদুল্লাহ বিন তামের নামক এক খৃষ্টান ও তাঁর সঙ্গী সহচরদেরকে জলন্ত আগুনে দগ্ধিভূত করে এবং ইস লামের আবির্ভাবের পর ৬১৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কুরায়শ গণ হযরত খাব্বাবকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে শায়িত করে তাঁর বুকের উপর পা চাপিয়ে দিয়ে মারিয়ে ফেলার অপচেষ্টা করে। খাব্বাবের পিঠের চামড়া এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে, শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর সমস্ত পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাহের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

"আস্‌হাবুল-উখ্‌দুদের" তফসীর করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ যেসব রেওয়ায়েত নকল করেছেন আমরা নিম্নে তার দু' চারটির নমুনা দিতেছি।

ইবনেজরীর তাঁর তাফসীরে আবদুল্লাহ বিন আব্বা-সের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন: তাহারা (আস্‌হাবুল উখ্‌দুদ) বনি ইসরা-ঈলদের একদল লোক সম্ভবতঃ দানিয়াল ও তাঁর সহচরবৃন্দ।

هم لناس من بني اسرائيل وزعموا انه دانيال واصحابه

ইবনে জরীর যে সনদ সহকারে এ রেওয়ায়ত নকল করেছেন তা ভ্রূক্ষেপেরও যোগ্য নয় সত্য কিন্তু বাইবেলে "সফরে দানিয়াল" নামক যে অধ্যায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় তার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত দানিয়ালের ঘটনা কোরআনে উল্লিখিত "আস্‌হাবুল উখ্‌দুদে"র ঘটনার সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাইবেলে ঘটনাটি নিম্নরূপভাবে বিবৃত হয়েছে :—

"বুখ্‌ত্ নসর একটি শোনার মূর্তি নির্মাণ করতঃ বাবেল শহরে স্থাপিত করেন এবং প্রজাবর্গকে উক্ত মূর্তির সামনে ষষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করার আদেশ দেন। রাজার হুকুম অবলীলাক্রমে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু দানিয়াল ও তাঁর সহচরবৃন্দ এ আদেশ পালনে অস্বী-কার করলেন। যথাসময় এ স্পর্ধার কথা রাজার গোচরীভূত হলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠ্‌লেন এবং দানিয়াল ও তাঁর সহচরবৃন্দকে ডেকে মূর্তির সামনে উপুর হয়ে সিজদা করার আদেশ দিলেন অন্যথায় তাঁদেরকে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করার ধমক দিলেন। তওহীদবাদীরা এতে মোটেই বিচলিত না হয়ে বল্‌লেন, "আমরা যার পূজা করে থাকি তিনি আমাদেরকে তোমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হতে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন"। এতদশ্রবণে রাজার আদেশে তাঁদেরকে জলন্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents



অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু একি চৎকার! নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের বিন্দু বিসর্গও ক্ষতি হল না। পক্ষান্তরে অগ্নিশিখা নিক্ষেপকারীদেরকে এমন অতর্কিতভাবে পাকড়াও করল যে, তাতে তারা ভস্মীভূত হয়ে গেল। স্বচক্ষে এ অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করে রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাড়িয়ে নীচের দিকে উকি মেরে দেখলেন। দেখেন, একি অবাক কাণ্ড! ঐ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অপরাধী তিনজন ছাড়া আরও একজন লোককে দেখতে পাওয়া যায় যাঁর আকৃতি খোদার পুত্র যীশু খৃষ্টের মতই বলে মনে হয়। এসব দেখে শুনে বুখ্‌ত নসর ইসরাঈলদের খোদার তারিফ করলেন আর তওহীদবাদীদেরকে জানালেন আন্তরিক ধন্যবাদ। অতঃপর তিনি ইসরাঈলদের খোদার উপরে ঈমান আনলেন এবং এ ফরমান জারী করলেন যে, যেব্যক্তি ইস্‌রাঈলদের খোদার বিরুদ্ধে কিছু বলবে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হবে এবং তাঁর ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হবে।"

কোরআনে বর্ণিত "আসহাবুল উখ্‌দুদ" সম্বন্ধীয় আয়াতগুলি একটু মনযোগ সহকারে পাঠ করলে স্পষ্টতঃ ধরা যায় যে, তাদের নিম্নোক্ত পাঁচটী বৈশিষ্ট ছিল।

(১) তারা খন্দক খনন করেছিল।

(২) তারা উক্ত খন্দকে অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিল এবং তাকে স্থায়ী করার জন্য তাতে ইন্ধন সংযোগ করতেছিল।

(৩) তৌহীদের অপরাধে (অন্য কোন অপরাধে নয়) মুমেনদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল।

(৪) তারা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবিষ্ট থেকে নিক্ষিপ্ত হতভাগাদের আগুনে পড়ে ছড়পা তড়্‌পি করার তামাশা দেখ্‌তেছিল।

(৫) ঠিক তামাশা উপভোগ করার সময় এমন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে তামাশায়ীরা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

এক্ষণে বাইবেলে বর্ণিত দানিয়াল ও তাঁর সহচরবৃন্দকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপকারী খন্দকের অধিকারীদের যে ঘটনাটী আমরা উপরে লিপিবদ্ধ করলাম এর সঙ্গে কুরআনে বর্ণিত "আসহাবুল উখ্‌দুদের" পুরাপুরি মিলন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু কুরআনের অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ এ কথা মানতে রাজী নন যে, কুরআন "আসহাবুল উখ্‌দুদ" দ্বারা দানিয়ালের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের মতে আসহাবুল উখ্‌দুদের ইঙ্গিত যখন ব্যাপক তখন যে ঘটনাতেই আসহাবুল উখ্‌দুদের উল্লিখিত ৫টী বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হবে সেটাই হবে "আসহাবুল উখ্‌দুদের" অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, দানিয়ালের ঘটনাতে যেহেতু উক্ত পাঁচটী বৈশিষ্ট বিদ্যমান আছে সে জন্য উহা কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল উখ্‌দুদের অন্যতম ঘটনা।

### নাজরানের খন্দক

আঁ-হযরত (দঃ) এর জন্মের অর্ধ শতাব্দী পূর্বে নাজরানে জীবন্ত মানুষকে প্রজ্জলিত আগুনে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়ার একটী ঘটনা সংঘটিত হয়। আমাদের তফসীরকারগণের অধিকাংশের মতে আলোচ্য "আসহাবুল উখ্‌দুদ" উক্ত ঘটনাটীর প্রতিই ইঙ্গিত করছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ৫২৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ইয়ামান দেশে যু-নাওয়াস নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি নিজে ছিলেন ইয়াহুদী। আর তাঁরই রাজ্যের নাজরান নামক স্থানের অধিবাসীরা আবদুল্লাহ বিন তামের নামক জনৈক ব্যক্তির প্রোপাগাণ্ডার ফলে খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিল। যু-নাওয়াস প্রথমতঃ তাদেরকে ইয়াহুদী হওয়ার দাওয়াত দিলেন। তারপর যখন তারা শুনলনা তখন :

| | |
|---|---|
| তাদের জন্য নানা প্রকারে মৃত্যুর ব্যবস্থা করলেন; কাউকে হস্তপদাদি বেঁধে হত্যা করলেন আর কাউকে খন্দকে অগ্নি প্রজ্জলিত করে তার মধ্যে নিক্ষেপ করে মারলেন। | فصنف لهم القتل فمنهم من قتل صبرا ومنهم من اوقد له النار فى الاخدود فالقاه فى النار - |

ঘটনাটী অত্যন্ত লম্বা। আমরা এখানে মাত্র তার সারমর্ম উদ্ধৃত করলাম। পূর্বেই বলেছি, আমাদের তফসীরকারগণের অনেকেরই মতে আলোচ্য "আসহাবুল উখ্‌দুদের" প্রয়োগ স্থল হল এঘনাটীই। কিন্তু আমাদের মতে এ ঘটনাটীর সহিত আলোচ্য "আসহাবুল উখ্‌দুদের"

www.ahlehadeethbd.org

Contents



বৈশিষ্ট পঞ্চয়ের যথেষ্ট গরমিল থাকায় এটা তার প্রয়োগ-স্থল বলে বিবেচনা না করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম কথা হল এই যে, "আসহাবুল উখদুদ" বা খন্দকের অধিকারীরা হল মুশরিক। কিন্তু এখানে খন্দকের অধিকারী যু-নাওয়াস ছিলেন তৌওহীদবাদী। দ্বিতীয় কথা হল এই যে, আলোচ্য "আসহাবুল উখদুদের" নির্যাতিত ব্যক্তিরা হলেন তৌওহীদবাদী কিন্তু নাজরানের নির্যাতিত ব্যক্তিরা খৃষ্টান হলেও তৌওহীদবাদী ছিলেন-না। এমবিধ আরও কতকগুলি কারণে এ ঘটনাটীকে আলোচ্য "আসহাবুল উখদুদের" প্রয়োগস্থল মনে করা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করিনা।

## হাবশের খন্দক

মা'আলীমুত তানযীল নামক তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবুত্ তুফায়ল হযরত আলীর (রঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, "আসহাবুল উখদুদের" নবী জনৈক হাবশী ব্যক্তি ছিলেন। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ স্বীয় ফতহুল বয়ান নামক তফসীরে ইবনুল মুনযীর ও ইবনে আবি হাতিমের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, হাবশের অধিবাসীগণই হচ্ছেন "আসহাবুল উখদুদ"। রূহুল মা'আনী নামক তফসীরে উল্লিখিত হয়েছে যে, নাজরানের পোপ (اسقف) একদা হযরত আলীর সমুখে "আসহাবুল উখ্‌দুদ"র ঘটনা বিবৃত করতে আরম্ভ করলে পর তিনি বললেন যে, "এ সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমারই বেশী ভাল জানা আছে"। অতঃপর তিনি নিজ ঘটনাটী যা বিবৃত করলেন তা নিম্নরূপ :—

"আল্লাহ তা'আলা নিগ্রোদের প্রতি একজন নবী প্রেরণ করেন। এ নবী কুরআনে বর্ণিত ومنهم من لم نقصص عليك (এবং তাদের মধ্যে অনেকের কথাই, হে মুহাম্মদ (দঃ) তোমাকে বলিনাই) এর অন্তর্ভুক্ত। এ নবীর সহিত তাঁর কওমের বারম্বার যুদ্ধ হয়। অবশেষে তাঁর কওম তাঁকে গ্রেফতার করে এবং নবী ও তাঁর সহচরদেরকে এক এক করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে থাকে। অবশেষে এক দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ এক মহিলাকে নরককুণ্ডের নিকট উপস্থিত করা হয়। কলেজার টুকরা শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে মায়ের অন্তরে মাতৃস্নেহের বন্যা বহিতে আরম্ভ করে এবং তাঁর ঈমানের বন্ধন ও ধৈর্যের বাঁধ সবই কাটিয়া টুটিয়া যাবার উপক্রম হয়। এমনি সময় কোলের শিশু বলে উঠে, "মা তুমি আল্লাহর নামে ধৈর্য ধারণ কর এবং মায়া মমতার সমস্ত দুর্বলতাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর নামে কুরবান হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও"। বলা বাহুল্য, কোলের শিশুর এ উৎসাহব্যঞ্জক উক্তি শুনে মায়ের মনের দুর্বলতা দূর হয়—আর কোলের শিশুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন"।

দুঃখের বিষয় এই যে, তফসীর রূহুল মা'আনীর প্রণেতা উপরোক্ত রেওয়ায়তটিতে ইবনে মারদাওয়াহ-এর বরাত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন কিন্তু তার সনদ সম্বন্ধে কোন সন্ধানই তিনি আমাদেরকে দেন নি।

"আসহাবুল উখ্‌দুদ"র তফসীর সম্বন্ধে আঁ-হযরত (দঃ) প্রমুখাৎ যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুহায়ব রুমীর প্রদত্ত বিবরণটী। বিবরণটির সারাংশ নিম্নরূপ :

"জনৈক বাদশাহ তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন একটি ছেলেকে যাদু বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন যাদুকরের নিকট প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে এক ধর্মযাজকের সহিত ছেলেটির সাক্ষাৎলাভ হয় এবং সে তাঁর নিকট সত্য ধর্মের শিক্ষা লাভ করে। এতে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেটিকে হত্যা করার বারংবার চেষ্টা করেন কিন্তু প্রত্যেক বারই বিফল মনোরথ হন। অবশেষে ছেলেটির নির্দেশক্রমে তার প্রতি بسم الله رب هذا الغلام (এই ছেলেটির প্রভু আল্লাহর নামে) বলে তীর নিক্ষেপ করা হয়। এতে ছেলেটি মারা যায়। এঘটনার পর দলে দলে লোক ছেলেটির প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। বাদশাহ তাদের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন"।

হযরত ছুহায়ব রূমী উক্ত ঘটনাটি বিবৃত করার পর প্রায়শঃ আলোচ্য সুরা বুরূজের "আসহাবুল উখদুদ" সম্বন্ধীয় আয়াতগুলি পাঠ করতেন।

উপরোক্ত ঘটনাটী ছাবেত বানানী আবদুররহমান বিন ইয়ালার প্রমুখাৎ এবং আবদুররহমান বিন ইয়ালা ছুহায়ব রূমীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। ছাবেত

www.ahlehadeethbd.org

# ইসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,
রিসার্চ স্কলার

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

জমি মৃত বা পরিত্যক্ত যাই হোক না কেন, ইস্‌লামী আইন অনুসারে উহার মালিক হওয়ার দুটি মাত্র উপায় আছে। প্রথমটি জায়গীর আর দ্বিতীয়টি আবাদ। জায়গীর সম্বন্ধে আমরা পূর্ব সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এক্ষণে দ্বিতীয় উপায়টি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

আমাদের যতদূর জানা আছে একমাত্র ইমাম আবুহানিফা (রঃ) ছাড়া ইস্‌লাম জগতের প্রায় সব ফকীহগণই বলেছেন যে, ইস্‌লামী হুকুমতের ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সকল প্রজারই কোন অনাবাদ ও মৃত জমিকে আবাদ করতঃ উহার মালিক হবার অধিকার রয়েছে। অবশ্য এর জন্য তাকে কোনরূপ "রয়ালটী"

---

বানানীর নিকট ঘটনাটি শ্রবণ করেন তাঁর দু' শিষ্য— হাম্মাদ বিন ছালমাহ আর মা'মর। হাম্মাদ বিন ছালমাহ কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত মুসনদ আহমদ, সহিহ মুসলিম আর নাসাই নামক হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছাবেত বানানীর দ্বিতীয় ছাত্র মা'মর কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত তিরমিযী নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু তাতে সুহায়বের প্রমুখ্যাৎ মরফু' রেওয়ায়েতটির বিবরণে উল্লিখিত ঘটনাটির পরিবর্তে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে :—

"কোন এক কওমকে আল্লাহ তাআলা তাদের নবীর মাধ্যমে এ এখ্‌তিয়ার দিয়েছিলেন যে, হয় তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হোক আর না হয় নিজেদের উপরে অত্যাচারী বাদশাহের শাসন স্বীকার করুক। সে কওম অত্যাচারী বাদশাহের শাসনের পরিবর্তে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হওয়াই অধিক পছন্দ করেছিল। এর পর আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিল"।

তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত ছেলেটির লাশ হযরত উমরের জামানায় দেখতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর সময় তার হাতের অঙ্গুলীগুলি যেভাবে তার কানপট্টির উপরে স্থাপিত ছিল হযরত উমরের যুগেও ঠিক সে অবস্থাতেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুহায়ব রূমীর দুই শিষ্য হাম্মাদ ও মা'মরের বর্ণনায় যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আবুল হাজ্জাজ আলমিযি বলেছেন, "সম্ভবতঃ ইহা সুহায়ব রূমীর কালাম। কারণ তিনি ইসরাঈলদের সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন"। মওলানা আকরম খাঁ তাঁর তফসীরুল কুরআনে লিখেছেন "কিন্তু ইহাতে সুহায়বের নিজের অনেক কথাও মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।"

ফলকথা এই যে, "আসহাবুল উখ্‌দুদ"এর তফসীর সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করার কোন অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় আমরা উহাকে ব্যাপক অর্থেই ধরে নিয়েছি। "আসহাবুল উখ্‌দুদে"র উল্লেখ করে কুরআন আমাদেরকে এ কথাই বলতে চেয়েছে যে, যুগে যুগে যেসব অত্যাচারী নিরীহ ও নিরপরাধ মু'মেন মুসলমানদের উপরে অন্যায় ও অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালাবে তাদের জন্য পরকালে প্রজ্জলিত নরকাগ্নি ত' আছেই তাছাড়া ইহজগতেও তারা দুঃখে, অভিমানে নিষ্ক্রিয় বিদ্বেষের চাপা আগুনে জলে পুড়ে ছারখার হতে বাধ্য। আজ তারা যতই ওজর আপত্তি করুক না কেন সে দিন তাদের কোন আপত্তিই কাজ দিবেনা। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে গ্রহ নক্ষত্র সম্বলিত আসমান, তামাশাকারী আর যাদেরকে নিয়ে তামাশা করা হয়েছিল—সবাই। তাছাড়া স্বয়ং ত' সবই জানেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সব কিছুই ত' এক সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতএব আহলে-ঈমানদেরকে শান্তি প্রদানকারীদের এখনও সাবধান হওয়া উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

(Royalty) বা নজরানা দিতে হবেনা। ফকীহগণ তাঁদের এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে আঁ-হযরতের (দঃ) এ-ফরমানটী উদ্ধৃত করে থাকেন :

যেব্যক্তি কোন মৃত জমি আবাদ করে উহা তারই।

من احيى ارضا مواتا فهى له

কিন্তু ইমাম আবুহানীফা (রাঃ) এ বিষয়ে অন্যান্য ফকীহদের সাথে একমত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন, মৃত জমি আবাদ করার জন্য প্রজাকে গভর্ণমেণ্টের নিকট হতে অনুমতি নিতে হবে। গবর্ণমেণ্টের অনুমতির প্রয়োজনীয়তার কথা ইমাম সাহেব ছাড়া অন্যান্য মযহাবের কোন ফকীহ স্বীকার করেননি, এমন কি খোদ হানাফী ফকীহগণও না। ইমাম সাহেবের সুযোগ্য শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ স্বীয় উস্তাদের বিরোধীতা করে লিখেছেন :

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর অনুমতি কেয়ামত পর্যন্ত অচল ও অটল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ স্বয়ং রিসালত মাআব যখন "মৃত জমি আবাদকারীর" বলে ঘোষণা করেছেন তখন উহা আবাদ করার জন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে হাঁ, গভর্ণমেণ্টের শুধু এটুকু দেখার অধিকার আছে যে, উক্ত আবাদের ফলে রাজ্যের বৃহত্তর জনগণের কোন অসুবিধা না হয়। মনে করুন, যে ভূখণ্ডটি (Plot) আবাদ করা হচ্ছে তাতে এমন সব বাঁধ দেওয়া হয়েছে যার ফলে নিম্নাভিমুখে অবস্থিত সব জমি বর্ষার পানি হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এমন ক্ষেত্রে আবাদকারীকে উক্ত আবাদ হতে বাধা দেওয়ার অধিকার গবর্ণমেণ্টের রয়েছে। আঁ-হযরত (দঃ) কর্তৃক প্রজার অধিকারমূলক যে সনদটি প্রদত্ত হয়েছে তারই কোন কোন রেওয়ায়েতে "অন্যায়ভাবে আবাদকারীর কোন অধিকার নাই" শব্দগুলিও সংযোজিত হয়েছে। কাজী আবু ইউসুফ বলেন, উক্ত শব্দগুলির দ্বারা প্রজাবর্গের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী কার্যাবলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মৃত জমিতে আবাদকারীর অধিকার স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু-

ان اذن رسول الله صلعم جائز الى يوم القيامة

ليس لعرق ظالم حق

হানীফা (রাঃ) উহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির শর্ত লাগালেন কেন—আঁ-হযরতের এমন স্পষ্ট সনদ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি উহাকে অনুমতি সাপেক্ষ বলে কেন উল্লেখ করলেন—তবে কি তিনি হযরতের সনদকে যথেষ্ট মনে করেননা—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে উদয় হয়। ইমাম সাহেবের তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ এই দেওয়া হয় যে, যেসব ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের যে কোনই অধিকার থাকবেনা, এমন কথা নয়। মনে করুন বয়তুল মাল সম্বন্ধে ফকীহগণের সর্ববাদী সম্মত মত এই যে, উহা মুসলিম জনসাধারণের মাল কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, বয়তুল মাল দেখাশুনা করার এবং উহা কি কি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে তা নির্দ্ধারিত করার অধিকার গবর্ণমেণ্টের রয়েছে।

هو بيت مال المسلمين

للامام تعيين مصارفه و ترتيبه

এ দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা পরিস্কার বোঝা গেল যে, যেসব বিষয় মুসলিম জনগণের উপর রয়েছে উহাদের দেখাশুনা ও উহাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার গভর্ণমেণ্টের রয়েছে। অনুরূপভাবে রাজ্যের মৃত ও অনাবাদ জমিতে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হলেও উহার উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার গভর্ণমেণ্টের রয়েছে।

মৃত ও অনাবাদ জমি আবাদ করনেচ্ছু ব্যক্তিকে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নেওয়ার স্বপক্ষে ইমাম সাহেবের যুক্তি যতই প্রবল হোক না কেন, ফকীহগণ তা' স্বীকার করেননি। তাঁরা ইমাম সাহেবকে পাল্টা এপ্রশ্ন করেছেন যে, তবে কি আকাশে বিচরণকারী পাখী শিকার করার জন্যও হুকুমতের অনুমতির প্রয়োজন আছে? কারণ সেখানেও ত' জনসাধারণের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে?

মৃত ও অনাবাদ জমি আবাদ করনেচ্ছু ব্যক্তিকে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নেওয়ার মস্‌আলায় যে মতভেদ ঘটেছে সে সম্বন্ধে এ দীন প্রবন্ধকারের মতে ইমাম সাহেবের মতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ জনসংখ্যা প্লাবিত (over Population) যুগে যদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents



অনাবাদ জমিগুলি গভর্ণমেণ্টের ( Sanction ) ছাড়াই আবাদ করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে দৈনন্দিন যে কত নরহত্যা হবে আর কতস্থানে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হবে তার ইয়ত্তা নেই। জমি সংক্রান্ত এত কড়াকড়ি আইন থাকা সত্ত্বেও জমা জমির ব্যাপার নিয়ে দৈনন্দিন যে কত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে আর কত ভাল ভাল পরিবার পথের বিখারী সেজেছে বাংলা দেশের কোন মানুষকে তা' নজির দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনা। এর পরে যদি জনসাধারণকে বলগাহীন করে দেওয়া হয় তবে তা' একই ভূখণ্ডের বক্ষ-বিদীর্ণ করার জন্য শত শত হাল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরবে আর তারই ফলে প্রভাতের স্নিগ্ধ ও মনোরম আবহাওয়ার মধ্যেও বেঁধে উঠবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তা' ছাড়া রসূলুল্লাহর (দঃ) যে সনদটীতে প্রজাবর্গের জনসাধারণের মৃত বা অনাবাদ জমির মালিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে :—যেব্যক্তি মৃত বা অনাবাদ জমি من احى ارض موات আবাদ করবে সে তারই فهى له মালিক হবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আঁ-হযরত (দঃ) মৃত বা অনাবাদ জমি আবাদ করার পর উহা আবাদকারীর অধিকারভুক্ত হবে বলে উল্লেখ করেছেন। আবাদ করার পূর্বে উহা কার অধিকার-ভুক্ত থাকবে সেকথা তিনি বলেননি। অতএব উল্লিখিত প্রকার জমি গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত এবং উহা কেহ আবাদ করতে ইচ্ছা করলে তাকে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নিতে হবে—একথা বলাতে কোনই দোষ নেই।

এখানে একথা উল্লেখ যোগ্য যে, মৃত বা অনাবাদ জমি আবাদ করতঃ উহার মালিক হওয়ার অধিকার মাত্র মুসলমানেরই আছে, এমন কথা নয়। বরং ইস্-লামী ষ্টেটের যেকোন নাগরিক, সে মুসলমানই হোক আর অমুসলমানই হোক, উহা আবাদ করতঃ উহার মালিক হতে পারে। এটা আমাদের কপোলকল্পিত কোন সিদ্ধান্ত নয়। বরং সমস্ত ফকীহগণই এবথার উল্লেখ করেছেন। ফতীহ মাকদিসী লিখেছেন :— মৃত বা অনাবাদ জমি لافرق بين المسلم আবাদ করতঃ উহার والذمى فى الاحياء و به মালিক হওয়ার ব্যাপারে قال ابوحنيفة মুসলমান ও অমুসলমানদের কোনই পার্থক্য নেই। ইহাই আবুহানিফার মযহব।

ফলকথা এই যে, মৃত বা অনাবাদ ভূখণ্ড সে-পাহাড়ের পাদদেশই হোক আর সমতল ভূমিই হোক, সমুদ্র গর্ভই হোক আর জঙ্গলই হোক, ষ্টেটের যেব্যক্তিই উহা আবাদ করবে সেই তার মালিক হয়ে যাবে। কাযী আবুইউসুফ এসম্বন্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন :—

জঙ্গল সমুদ্রগর্ভ বা স্থল كل ماعالج فى اجمة যাই হোক না কেন, او من بحر او من بر যদি কোন ব্যক্তি بعد ان لايكون فيه বিশেষের অধিকারভুক্ত ملك لانسان فاستخرجه না হয়ে থাকে তবে رجل وعمره فهو له যে ব্যক্তিই পরিশ্রম بمنزلة الموات করতঃ উহাকে আবাদ করবে সেই তার মালিক হবে। যেমন মৃত বা পরিত্যক্ত জমি আবাদ করলে উহা আবাদ-কারীর অধিকারভুক্ত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ গঙ্গা, যমুনা বা তিস্তা নদীর বক্ষে বর্ষার পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর অনেক সময় আবাদের উপযোগী বিরাট বিরাট প্লট বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ঐসব প্লট আবাদ করে তবে সে উহার মালিক হয়ে যাবে। অবশ্য আবাদ করার কারণে যেন কারও ক্ষতি না হয়। কারণ এসব প্লট মৃত ও অনাবাদ জমিরই অন্তর্ভুক্ত। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

# মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

( বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ )

—মুস্‌তাছের আহমদ রহমানী

( পূর্বানুবৃত্তি )

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

## গোসল ও অপবিত্র ব্যক্তির বিবরণ

৯২) হযরত আবুছাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পানি (মনি) নির্গত হইলে পানির (গোসলের) প্রয়োজন হইবে।—মুস্‌লিম ও বুখারী।

ان الماء من الماء

৯৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি স্বীয় স্ত্রীর সহিত সঙ্গমে লিপ্ত হয় তাহাহইলে তাহার প্রতি গোসল করা ফরয হইবে। —বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - وزاد مسلم وان لم ينزل -

মুসলিমের বর্ণনাতে "যদিও তাহার মনি নির্গত না হয়" শব্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে।—মুসলিম।

৯৪) হযরত উম্মে ছালমা (রাযিঃ) বলেন যে, একদা আবুতালহার স্ত্রী উম্মে ছুলাইম হযরতের (দঃ) খিদ্‌মতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! বস্তুতঃ আল্লাহ সত্য কথায় লজ্জাবোধ করেন না; যদি কোন মহিলা স্বপ্নদোষ হইতে দেখে তাহাহইলে তাহার প্রতি গোসল করা ফরয হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ যদি নিদ্রা হইতে জাগিয়া মনি অথবা উহার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে[১]।

قالت يارسول الله ان الله لايستحى من الحق فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء الحديث -

৯৫) হযরত আনস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নারী পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বির্য নির্গত হইলে পুরুষের ন্যায় নারীকেও গোসল করিতে হইবে। বুখারী ও মুসলিম।—উম্মে-ছলমা ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মহিলাদেরও এইরূপ হয় কি? হযরত (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, হাঁ ইহা নাহইলে সন্তানাদি কিভাবে (মাতার) রূপ ধারণ করিয়া থাকে?—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأت المرأة ترى مايرى الرجل قال تغتسل —

৯৬) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) চারিটি কার্য সমাধার পর গোসল করিতেন (১) জানাবত (নাপাকি) (২) জুম্‌আ দিবসে (৩) শিঙ্গা লাগাইলে (৪) এবং মুর্দাকে গোসল করানোর পর।—আবুদাউদ। ইবনে-খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت -

৯৭) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) ছুমামা বিন উছালের ইস্‌লাম গ্রহণকালের বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ছুমামাকে ইসলাম গ্রহণ কালে গোসল করিবার নির্দেশ প্রধান করিয়াছেন।—আবদুররজ্জাক। মূল হাদীসটি বুখারী ও মুস্‌লিমেও বর্ণিত হইয়াছে।

واسره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان يغتسل -

৯৮) হযরত আবুছাঈদ খুদ্‌রী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, জুম্‌আ দিবসে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ) ব্যক্তির প্রতি গোসল করা ওয়াজিব।—সপ্তগ্রন্থ।

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

---

১) স্বপ্নযোগে সঙ্গম করিতে দেখিলে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে মনি নির্গত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল করয হইবেনা। এই হাদীস ও ৯২নং হাদীসের তাৎপর্য ইহাই। পক্ষান্তরে জাগ্রতাবস্থায় পুরুষাঙ্গ স্ত্রীঅঙ্গের সহিত যুক্ত হইলেই গোসল করা অবশ্যম্ভাবী—করয হইবে। ৯৩নং হাদীসের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ কেহ ৯২নং হাদীসকে মন্‌সুখ বলিয়াছেন!—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

৯৯) হযরত ছামুরা (রাযিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, জুম্‌আ দিবসে অযু করা উত্তম, এবং গোসল করিলে উহা অধিক উত্তম[১]।—সুনন আহমদ, তিরমিযী ইহাকে হাসান বলিয়াছেন।

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت و من اغتسل فالغسل افضل

১০০) হযরত আলী (রাযিঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেন (অপবিত্র অবস্থায় নয়)।—সুনন ও আহমদ। তিরতিযী ইহাকে হাসান এবং ইবনে হিব্বান বিশুদ্ধ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقرئنا القرآن مالم يكن جنبا -

১০১) হযরত আবুছাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের কেহ একবার স্ত্রীসঙ্গম করার পর পুনরায় সঙ্গম করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে মধ্যভাগে তাহার অযু করা উচিত।—মুসলিম। "ইহা পুনর্বার সহবাসে অধিক আনন্দদায়ক" শব্দগুলি হাকিমের রেওয়ায়তে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوء -

সুনন গ্রন্থে হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সহবাসের পর পানি স্পর্শ না করিয়াই অপবিত্রতা অবস্থায় শয়ন করিতেন।" ইবনে হজর বলেন, এই হাদীস ইল্লত (দোষ) যুক্ত[২]।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء -

১০২) জননী আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) জানাবতের (অপবিত্রতার) গোসল আরম্ভ করিয়া প্রথম হস্তদ্বয় বিধৌত করিতেন অতঃপর দক্ষিণ হস্তদ্বারা বাম হস্তে পানি ঢালিয়া লজ্জাস্থান ধৌত করিতেন তৎপর অযু সমাধা করার পর হাতে পানি লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাইয়া মস্তকে তিন চুল্লু পানি প্রদান করিতেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতঃ পদযুগল ধৌত করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে হযরত মযমুনার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, হস্তদ্বয় বিধৌত করার পর লজ্জাস্থানে পানি প্রদান করতঃ বাম হাতে পরিষ্কার করিয়া উক্ত হাতটি মাটিতে মর্দন করার পরিষ্কার করিতেন। অপর বর্ণনাতে "মাটিতে মছাহ করিতেন" বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার শেষাংশে আরও বলা হইয়াছে যে, "আমি হযরতের (দঃ) নিকট রুমাল আনিলাম কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না বরং হস্তদ্বারা পানি ঝাড়িতে লাগিলেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه فى اصول الشعر ثم حفن على راسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه -

১০৩) হযরত উম্মে ছালমা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরতকে (দঃ) বলিলাম, হে আল্লাহর রসূল (দঃ) আমি আমার মাথার চুলগুলি শক্ত-

يارسول الله انى امرأة اشد شعر راسى افانقضه لغسل الجنابة وفى رواية وللحيضة فقال لا انما

১) জুম্‌আ দিবসের গোসল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলি একত্রিত ভাবে বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত দিবসে গোসল করা সুন্নত। ওয়াজিব সম্বলিত হাদীস দ্বারা গোসলের তাকিদ করা হইয়াছে মাত্র।

২) অর্থাৎ এই হাদীস আবু ইস্‌হাক আস্‌ওয়াদের আর তিনি আয়েশার (রাযিঃ) নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু আস্‌ওয়াদের সহিত আবু ইস্‌হাকের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। কিন্তু বায়হকী এই রেওয়ায়তটিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং আস্‌ওয়াদের নিকট হইতে আবু ইস্‌হাকের শ্রবণ প্রমাণিত করিয়াছেন। জমহুর ওলামা-বৃন্দ এই বিভিন্ন হাদীসের সমীকরণার্থে অযুর বর্ণনা দ্বারা অযুর মুস্তাহাব হওয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইমাম নববী ও ইবনে কুতায়বা প্রভৃতি উক্ত হাদীসসমূহে সমীকরণার্থে বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন সময় সহবাসের পর অযু না করিয়াই শয়ন করিয়াছেন যাহাতে বুঝা যায় যে, ইহাও জায়েয। পক্ষান্তরে অযু করা উত্তম ও উৎকৃষ্ট ইহা বর্ণনা করার জন্য তিনি অধিকাংশ সময় অযু করিয়াই শয়ন করিতেন।—নয়ল।

www.ahlehadeethbd.org

يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات -

ভাবে বাঁধিয়া রাখি, জনাবতের ও রক্তস্রাবের পর গোসলের সময় উহা খুলিতে হইবেই কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না তিন অঞ্জলি পানি মস্তকে প্রদান করাই তোমার জন্ম যথেষ্ট হইবে।—মুস্‌লিম।

১০৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

انى لا احل المسجد لحائض ولا جنب -

ঋতুমতী ও অপবিত্র নর-নারীর (অবস্থানের) জন্ম মস্‌জিদকে আমি বৈধ করিনা (অর্থাৎ ঋতুবতী ও অপবিত্র লোকের জন্ম মসজিদে গমন ও অবস্থান করা বৈধ নহে।—আবুদাউদ, ইব্‌নে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১০৫) জননী আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন,

كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة -

আমি এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) জনাবতকালে একই পাত্র হইতে পানি গ্রহণ করতঃ গোসল করিতাম। আমাদের হস্তগুলি পরস্পরে ঘেঁষাঘেঁষি করিত।—বুখারী ও মুসলিম। ইব্‌নে হিব্বানের বর্ণনাতে "মিলিত হইত" শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

১০৬) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ)

ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر -

ইর্শাদ করিয়াছেন, প্রতি চুলের নীচে অপবিত্রতা রহিয়াছে, অতএব তোমরা (জনাবতের গোসলকালে) চুলগুলি ও চামড়াকে উত্তমরূপে বিধৌত করিও।—আবুদাউদ ও তিরমিযী দুর্বল সূত্রে। ইমাম আহমদ আয়েশার সূত্রেও এরূপ হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে জনৈক অপরিচিত রাবী রহিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ :

## তয়াম্মুমের বিবরণ

১০৭) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجدا و طهورا فايما رجل ادركته الصلوة فليصل - وذكر الحديث -

আমাকে এরূপ পাঁচটি বিষয় দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও প্রদান করা হয়নাই। (১) আমাদের প্রভাবে একমাসের দূরবর্তী স্থানে আমাদের দুশ্‌মন সন্ত্রস্ত থাকিবে, (২) আমার জন্ম জমীনকে মস্‌জিদ এবং পবিত্র করা হইয়াছে। অতএব যে-স্থানেই নমাযের সময় উপস্থিত হয় সেই স্থানেই নমায সমাধা করা উচিত—মুসলিমে হযরত হুযায়ফার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে,

جعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء -

যদি আমরা পানি না পাই তবে আমাদের জন্ম মাটিকে পবিত্র করা হইয়াছে। (উহা দ্বারা তয়াম্মুম করতঃ নমায ইত্যাদি সমাধা করা যাইবে।) আহমদের সূত্রে হযরত আলী (রাযিঃ) কর্তৃক "আমার জন্ম মাটিকে পবিত্র করা হইয়াছে" বর্ণিত হইয়াছে।

১০৮) হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (দঃ) আবশ্যক বশতঃ আমাকে একস্থানে প্রেরণ করিলেন অতঃপর আমি অপবিত্র হইয়া পড়িলাম কিন্তু গোসলের জন্ম পানি সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায় আমি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিয়া (নমায ইত্যাদি) কর্তব্যাদি সমাধা করিলাম। অতঃপর হযরতের খিদমতে উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমার জন্ম এইটুকুই যথেষ্ট ছিল যে,

فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه -

তুমি হস্তদ্বয়কে এই-ভাবে মাটিতে নিক্ষেপ করিতে—এই বলিয়া—হযরত (দঃ) স্বীয় হস্তদ্বয়কে মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর বাম হস্ত ডান হস্তে এবং কব্জিদ্বয়ের উপরিভাগ ও মুখমণ্ডল মছাহ করিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

বুখারীর অপর বর্ণনাতে রহিয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় হস্তদ্বয়কে মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া উহাতে ফুঁক দিলেন।

وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه -

অতঃপর উহা দ্বারা চেহারা ও হস্তদ্বয় (কব্জি পর্যন্ত) মছাহ করিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



১০৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, তয়ম্মুমের জন্য দুইবার মাটিতে হস্তদ্বয় নিক্ষেপ করিবে। এক-বার নিক্ষেপ করতঃ মুখমণ্ডল মছাহ করিবে এবং দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করতঃ হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত মছাহ করিবে।—দারকুত্নী। ইমাম ইবনে হজর বলেন যে, হাদীস-বিশারদ ইমামগণ এই হাদীসের মওকুফ (অর্থাৎ সাহাবীর উক্তি) হওয়াকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين -

১১০) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পাক মাটি মুমিনের অযূর বস্তু হইবে যদি সে দশ বৎসরও পানি না পায় কিন্তু যখনই পানি প্রাপ্ত হইবে তখনই আল্লাহকে সমীহ করা উচিত এবং উক্ত পানিতে অযূ করা উচিত।—বযযার, ইবনে কাত্তান; তিরমিযী ও হাকেম উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং দারকুত্নী ইহার মুর্সাল হওয়াকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

الصعيد وضوء المومن المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته -

১১১) হযরত আবুছাঈদ খুদ্‌রী (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, দুইজন লোক সফরে গমন করিলেন অতঃপর নমাযের সময় উপস্থিত হইলে তাহাদের নিকট পানি না থাকায় তাহারা পবিত্র মাটি দ্বারা তয়ম্মুম করতঃ নমায সমাধা করিলেন অতঃপর নমাযের সময় থাকিতেই তাহারা পানিপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের একজন অযূ করতঃ পুনরায় সেই নমায পড়িলেন কিন্তু অপর ব্যক্তি অযূ ও নমায পুনরায় পড়িলনা। অতঃপর তাহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনার বিবরণ দান করিলেন। ইহা শ্রবণে যে ব্যক্তি পুনরায় নমায পড়ে নাই তাহাকে সম্বোধন করতঃ

ثم اتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلوتك وقال للاخر لك الاجر مرتين -

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি সুন্নত মোতাবেকই কাজ করিয়াছ এবং তোমার নমায যথেষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি দ্বিগুণ ছওয়াবপ্রাপ্ত হইবে।—আবু দাউদ ও নাসায়ী।

১১২) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) আল্লাহর পবিত্রবাণী "যদি তোমরা রোগাক্রান্ত অথবা সফরে থাক" এর তফসীরে বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে (অথবা অন্য-স্থানে) আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং গোসলের আবশ্যক হইয়া পড়ে কিন্তু গোসল করিলে মৃত্যুর আশংকা থাকে তাহাহইলে তয়ম্মুম করিবে।—দারকুত্নী মওকুফভাবে এবং বযযার মরফু' সূত্রে ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবনে খুযায়মা ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اذا كانت بالرجل الجراحة فى سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل يتيمم -

১১৩) হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমার একটি কব্জিতে আঘাত লাগে (এবং উহাতে পট্টি দেওয়া হয়) আমি এই সম্বন্ধে রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মছাহ করিতে নির্দেশ দিলেন।—ইবনে মাজাহ অতি দুর্বল সনদে।

فاموني ان امسح على الجبائر

১১৪) হযরত জাবের (রাযিঃ)—সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহার মস্তকে আঘাত লাগার পর গোসল করায় মৃত্যু-বরণ করিয়াছে—বলেন, তাহার জন্য তয়ম্মুম করা এবং ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধিয়া উহাতে মছাহ্ করতঃ অবশিষ্ট অঙ্গকে বিধৌত করাই যথেষ্ট হইত।—আবুদাউদ দুর্বল সনদে।

فى الرجل الذى شج فاغتسل فمات انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

১১৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, তয়ম্মুমকারীর জন্য এক তয়ম্মুমের দ্বারা এক নমাযই সমাধা করা সুন্নত। - অন্য

من السنة ان لايصلى الرجل بالتيمم الاصلوة

www.ahlehadeethbd.org

Contents



واحدة ثم يتيمم للصلوة الأخرى -

নমাযের জন্ত অন্ত তয়-ম্মুমই করিতে হইবে।

—দারকুত্নী অতি দুর্বল সনদে।

দশম পরিচ্ছেদ :

## রক্তস্রাবের বিবরণ

ان فاطمة بنت ابى حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلوة فاذا كان الآخر فتوضئى وصلى -

১১৬) মুসলিম-কুল-জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) বলেন যে, ফাতেমা বিন্‌তে আবু-হুবাইশের অধিক ঋতু-স্রাব হইতেছিল। তাহার সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন হায়যের রক্ত সুপরিচিত কৃষ্ণবর্ণ রক্ত। যখন তুমি এরূপ রক্ত প্রত্যক্ষ কর তখন নমায পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু অন্ত বর্ণের রক্ত আসিলে তুমি অযু করতঃ নমায সমাধা করিও।—আবুদাউদ ও নাসায়ী। ইব্‌নে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু আবুহাতেম ইহাকে মন্‌কর বলিয়াছেন।

ولتجلس فى مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فى مابين ذلك -

আবুদাউদে আস্‌মা বিন্‌তে উমায়ছের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, (রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন) সে একটি পানিপূর্ণ গামলাতে বসিয়া দেখিবে যদি পানির উপরিভাগে পীতবর্ণরক্ত ভাসিয়া উঠে তবে বুঝিবে যে, ইহা ঋতু নহে বরং ইহা প্রদর অতএব প্রত্যেক যোহর ও আসরের নমাযের জন্ত একবার, মগরিব ও ঈশার জন্ত একবার এবং ফজরের নমাযের জন্ত একবার গোসল করা উচিত এবং ইহার মধ্যে অযু করিবে।—

فقال انما هى ركضة من الشيطان فتحيضى ستة ايام اوسبعة ايام ثم اغتسلى فاذا استنقأت فصلى اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومى وصلى فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساء فان قويت ان تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلى حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلوتين فافعلى وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو احب الامرين الى -

১১৭) হযরত হামনা বিন্‌তে জেহ্‌শ্ (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমার ঋতু ভীষণ বেগে অতিমাত্রায় নির্গত হইত। অতএব আমি নবী করিমের (দঃ) খিদমতে উপস্থিত হইয়া ফতওয়া তলব করিলে তিনি বলিলেন, ইহা শয়তানের আঘাত জনিত রক্তমাত্র। অতএব ছয়দিন অথবা সাতদিন ঋতু অবস্থায় অতিবাহিত কর। অতঃপর গোসল করিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া চব্বিশ দিন কিংবা তেইশ দিন নমায ও রোযা সমাধা করিতে থাক। ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। অন্তান্ত মহিলাদের ন্তায় পূর্ণ মাসে এরূপ করিতে থাকিবে। আর যদি সক্ষম হও তাহাহইলে যোহরকে পিছাইয়া এবং আছরের নমায অগ্রসর করতঃ এক গোসলে উভয় নমায সমাধা করিবে এবং মগ-রিবের নমায কিঞ্চিৎ বিলম্ব আর ঈশার নমায কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া এক গোসলে উভয় নমায সমাধা করিবে এবং ফজরের নমাযের সময় গোসল করতঃ ফজরের নমায পড়িবে এবং উভয়বিধ কার্যের মধ্যে ইহাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।—সুনন ও আহমদ, নাসায়ী ব্যতীত। ইমাম তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ এবং ইমাম বুখারী হাসান বলিয়াছেন।

امكثى قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وكانت تغتسل لكل صلوة -

১১৮) জননী আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, একদা উম্মে হবিবা বিন্‌তে জেহশ রসূলুল্লাহর খিদমতে ঋতুর শেকায়েত করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, দেখ, তোমার ঋতুর নির্দিষ্ট সময়ে তুমি নমায ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিবে। অতঃপর গোসল করিয়া ফেলিবে।—উম্মে হবিবা প্রত্যেক নমাযের জন্তই গোসল করিতেন।—মুসলিম, বুখারীর বর্ণনাতে "তুমি প্রত্যেক নমাযের জন্ত অযু করিয়া লও" এবং আবুদাউদ প্রভৃতিতে অন্ত সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

১১৯) উম্মে আতিয়া (রাযিঃ) বলিয়াছেন, পবিত্রতার পর ধুসর এবং পীত বর্ণের ঋতুকে আমরা কিছুই মনে করিতামনা (অর্থাৎ এই উভয়বিধ রংয়ের ঋতুতে নমায ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতেননা।—বুখারী ও আবুদাউদ।

كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيأ -

১২০) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহুদী সম্প্রদায়ের মহিলারা যখন ঋতুবতী হইত তখন ইহুদীরা তাহাদের সহিত পানাহার করিতনা। কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) মুসলিম সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই অবস্থায় তোমাদের স্ত্রীদের সহিত সঙ্গম ব্যতীত সবকিছুই করিতে পার।—মুসলিম।

فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح -

১২১) জননী আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমার ঋতুকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে লুঙ্গি পরিধান করিতে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি আমার সহিত কোলাকুলি করিতেন। —বুখারী ও মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يامرنى فاتزر فيباشرنى وانا حائض

১২২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গমকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সে এক দীনার অথবা অর্দ্ধ দীনার সদকা প্রদান করিবে।—সুনন ও আহমদ। ইমাম হাকিম ও ইবনুল কাত্তান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য মোহাদ্দেসগণ ইহার মওকুফ হওয়াকেই রাজেহ বলিয়াছেন।

يتصدق بدينار او بنصف دينار -

১২৩) হযরত আবুছাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "নারী ঋতুবতী হইলে নমায রোযা পরিত্যাগ করিয়া থাকে" ইহা সত্য নহে কি?—বুখারী ও মুসলিমের বিরাট হাদীসের অংশ বিশেষ।

اليس اذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم -

১২৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, (হজ্জ উপলক্ষে) হযরতের (দঃ) সহিত আমরা ছরেফ নামক স্থানে পৌছিলে আমি ঋতুবতী হইয়া পড়িলাম। নবী করীম (দঃ) আমাকে বলিলেন, অন্যান্য হজ্জপর্ব সমাধাকারীদের ন্যায় তুমি হজ্জের কার্যসমূহ সম্পন্ন কর কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা'বাগৃহের তওয়াফ করিওনা।—বুখারী ও মুসলিম।

لما جئنا سرف حضت فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم افعلى مما يفعل الحاج غير ان لاتطوفى بالبيت حتى تطهرى -

১২৫) হযরত মাআয বিন জবল (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পুরুষ স্বীয় স্ত্রীর ঋতুকালে তাহার সহিত কি কি করিতে পারিবে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, লুঙ্গির (শাড়ীর) উপরে যাহা করা সম্ভবপর তাহাই তাহার জন্য বৈধ হইবে।—আবুদাউদ ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন।

انه سأل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مايحل للرجل من امرأته وهى حائض فقال مافوق الازار -

১২৬) হযরত উম্মে ছালমার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লার (দঃ) পবিত্র যুগে মহিলাগণ নেফাছের — সন্তান জন্মের পরও স্রাবকালে চল্লিশ দিন নমায ও রোযা ইত্যাদি পরিহার করিয়া থাকিতেন[১]।—সুনন ও আহমদ নাসায়ী ব্যতীত।

كانت النفساء تقعد فى عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما -

আবুদাউদের অপর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করিম (দঃ) তাহাদিগকে নেফাসকালের নমায কাযা করিতে নির্দেশ প্রদান করেননাই। হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

১) সন্তান জন্মের পর যে ঋতু হয় তাহা নেফাছ নামে পরিচিত। উহার অধিক সময় চল্লিশ দিন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে উক্ত ঋতু বন্ধ হইতে পারে এই স্বল্পতার নির্দিষ্টতা নাই। চল্লিশ দিবসের মধ্যে যখনই ঋতু বন্ধ হইয়া যায় তখনই গোসল করতঃ মহিলাদের নমায ও রোযা পালন করা উচিত। ইহা না করিলে মহাপাপের ভাগী হইতে হইবে। মহিলাগণকে এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



## ২) নমাযের অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ :

### সময়ের বিবরণ :

১২৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের ছায়া তাহার সমান হইলে এবং সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া গেলেই যোহরের নমাযের সময় আরম্ভ হইয়া আসরের আগমন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং সূর্য পীতবর্ণ হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আসরের সময় এবং শফক—সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরের লালবর্ণ—মিটিয়া যাওয়া পর্যন্ত মগরিবের নমায এবং রজনীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঈশার নমাযের সময় এবং ছুবহে সাদেক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নমাযের সময়।—মুসলিম। মুসলিমে বুরায়দার সূত্রে আসর সম্বন্ধে "সূর্য পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন" এবং আবুমুসার সূত্রে "সূর্য অতি উপরে" থাকিতে আসরের সময় হয়" বর্ণিত হইয়াছে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلوة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلوة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلوة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس -

১২৮) হযরত আবু বরযা আছ্‌লমীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আসরের নমায সমাধা করিতেন। অতঃপর আমাদের একজন মদীনা প্রান্তে নিজ বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করিত অথচ সূর্য প্রখর রৌদ্র বিকীর্ণ করিতে থাকিত (অর্থাৎ সূর্য অধিক উপরে বিরাজ করিত) রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈশার নমায বিলম্বে সমাধা করাই ভালবাসিতেন আর উহার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা পছন্দ করিতেননা। তিনি ফজরের নমাযের পর এমনি সময় প্রত্যাবর্তন করিতেন যে, এক ব্যক্তি তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইত। হযরত (দঃ) ফজরের নমাযে ষাট আয়াত হইতে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিতেন। —বুখারী ও মুসলিম।

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصليها بغلس -

হযরত জাবেরের সূত্রে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈশার নমায কোন সময় শীঘ্র পড়িতেন আর কোন সময় বিলম্বে সমাধা করিতেন। সাহাবাগণ একত্রিত হইয়া গেলে হযরত শীঘ্রই নমায সমাধা করিতেন এবং তাঁহারা একত্রিত হইতে বিলম্ব করিলে তিনিও বিলম্ব করিতেন এবং ফজরের নমায হযরত (দঃ) অন্ধকারেই সমাধা করিতেন। মুসলিমে আবু মুসার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছুবহে ছাদেক হইতেই রসূলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নমায আরম্ভ করিতেন। তখন মুসলিমগণ পরস্পরে একে অপরকে পরিচয় করিতেও পারিতেন না।

والعشاء احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطئوا اخر والصبح

১২৯) হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত আমরা মগরিবের নমায সমাধা করিতাম। অতঃপর আমরা প্রত্যাবর্তন করিতাম এবং তীর পতিত হওয়ার স্থানও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত।—বুখারী ও মুসলিম।

كنا نصلى المغرب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله -

১৩০) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈশার নমায সমাধা করিতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করিলেন অতঃপর নমায সমাপনান্তে বলিলেন, যদি আমার

اعتم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهبت عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتى -

www.ahlehadeethbd.org

Contents



উম্মতের প্রতি আয়াস-সঙ্কুল না হইত তাহাহইলে এই সময়েই ঈশার নমাযের ব্যবস্থা প্রদান করা হইত।—মুসলিম।

১৩১) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন গ্রীষ্মের মাত্রা প্রখর হইয়া উঠে তখন (যোহরের) নমাযকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে সমাধা কর। কারণ তীব্রণ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপের অংশ বিশেষ।—বুখারী ও মুসলিম।

اذا اشتد الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم -

১৩২) হযরত 'রাফে' বিন খাদীজ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ছুবেহ ছাদেক উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত হইলে ফজরের নমায সমাধা করিও। ইহাতে উত্তম মজুরী প্রাপ্ত হইবে।—সুনন ও আহমদ। ইমাম তিরমিযী ও ইবনেহিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم -

১৩৩) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত নমায পড়িতে সক্ষম হইবে (এবং পরে উহার সহিত আরও এক রাকআত সংযুক্ত করিবে) সে পূর্ণ নমায প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যেব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বমূহূর্তে এক রাকআত আসরের নমায সমাধা করিতে সক্ষম হইবে (এবং পরে অবশিষ্ট নমায পূর্ণ করিবে) সে আসরের পূর্ণ নমায প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশার (রাযিঃ) সূত্রেও এরূপ বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু উহাতে রাকআতের পরিবর্তে সিজদা উল্লেখ করতঃ উহার তাৎপর্য রাকআত বলিয়া বিশ্লেষিত হইয়াছে।

১৩৪) হযরত আবুছাঈদ খুদরী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ছুবহে ছাদেকের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নমায ব্যতীত অন্যকোন নমায নাই। এইরূপে আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত (আছর ব্যতীত) অন্য কোন নমায নাই।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনাতে ফজরের নমাজের পর অন্য কোন নমায নাই" শব্দ উল্লিখিত রহিয়াছে। হযরত উকবা বিন আমিরের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তিন সময়ে অর্থাৎ(১ম)সূর্যোদয়কালে অধিক উচ্চ না হওয়া পর্যন্ত। (২য়) দুপুর বেলায় সূর্য্য ঢলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত এবং (৩য়) সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় নমায পড়িতে এবং মৃতদেহ সমাধিস্ত করিতে আমাদের নিষেধ করিয়াছেন।—মুসলিম।

تعالى عليه وسلم يقول لاصلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولاصلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس -

ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهانا ان نصلى فيهن ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب -

দ্বিতীয় নির্দেশটি ইমাম শাফেয়ীর নিকট আবু-হুরায়রার সূত্রে দুর্বল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে" জুমআর দিবস ব্যতীত" الا يوم الجمعة শব্দ-বর্দ্ধিত হইয়াছে। (অর্থাৎ জুমআ দিবস দুপুর বেলায় (যখন সূর্য ঠিক উপরে থাকে) নমায পড়া নিষিদ্ধ নহে।) আবুদাউদ কর্তৃক আবুকাতাদার সূত্রেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

১৩৫) হযরত জুবায়র বিন মুতয়িম (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন হে মনাফের বংশধরগণ; দিবারাত্রির যেকোন সময় এই কা'বাগৃহে তওয়াফকারী এবং উহাতে নমায সমাধা কারীকে তোমরা নিষেধ করিও না।—সুনন ও আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

يابنى عبد مناف لاتمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار -

www.ahlehadeethbd.org

# মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুল কাদের, ডি, লিট

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া জিরি ও জওহর সমগ্র মগরিব ফাতিমিয়াদের খাস দখলে আনয়ন করিলেন। দীর্ঘ রণক্লান্ত সর্দারেরা ময়েজের সদাশয়তা, ব্যক্তিগত প্রভাব ও শান্তিকামী নীতিতে আকৃষ্ট হইয়া অনায়াসেই তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইলেন। আটলান্টিক ছিল তদানিন্তন জগতের পশ্চিম সীমা। সেখানে পৌছার নিদর্শন স্বরূপ খলীফার নিকট জীবন্ত সামুদ্রিক মৎস্য প্রেরিত হইল। তিনি মিসর সীমান্ত হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার অবিসম্বাদিত নরপতিতে পরিণত হইলেন। তৎপূর্বে আর কেহই মগরিবে এরূপ পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেননাই। কেবল সিবতা বা সিউটা উমায়্যাদের দখলে রহিল; কিন্তু অধিকাংশ স্থান হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁহাদের পক্ষে আপাততঃ আফ্রিকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনা রহিলনা।

এবার ময়েজ নিশ্চিন্ত মনে মিসর জয়ে মনোনিবেশের অবসর পাইলেন। কিছুকাল পূর্ব হইতেই ফাতিমিয়া চরেরা সেখানে প্রচারকার্য চালাইয়া আসিতেছিল। কাফুরের প্রকাশ্যে রাজদণ্ড গ্রহণের (ফেব্রুয়ারী, ৯৬৬) অনুকূলে পরে ময়েজ পশ্চিম সীমান্তের মরুস্থানে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের গতিরোধ করিলেও ময়েজ বশ্যতা স্বীকারের অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইলে তাঁহারা সাদরে গৃহীত হইলেন। সভাসদ এবং কর্মচারীদেরও অনেকেই খলিফার প্রভুত্ব স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৯৬০ খৃষ্টাব্দে নীলনদীর পানি হ্রাস পাওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অচীরে উহার নিত্যসঙ্গী মহামারী আসিয়া জুটিল। কেবল ফুস্তাতেই উহার চতুষ্পার্শেই ছয়লক্ষাধিক লোক মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হইল। যাহারা কঙ্কালসার হইয়া বাঁচিয়া রহিল, তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। রাজস্ব হ্রাস পাওয়ায় সৈন্যদের বেতন কমাইতে হইল; তাহাও বহুমাস পর্যন্ত বাকী পড়িয়া রহিল। চতুর্দিকে ভীষণ বিশৃংখলা দেখা দিল। দেশ প্রকৃতপক্ষে অরাজক হইয়া পড়িল। কার্মাতিয়ারা প্যালেস্তাইনের পথ আগুলাইয়া বসিয়া থাকায় বাগদাদ হইতে সাহায্য লাভের কোনই আশা ছিলনা।

ময়েজ দেখিলেন, মিসর আক্রমণের এইত সুযোগ। বিগত দুই বৎসর কাল (৯৬৮—৬৯) হইতে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ, কূপ খনন ও প্রতি মঞ্জিলে বিশ্রামাগার স্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। এজন্য ২,৪০,০০০০ দিনার সংগৃহীত হয়। বিপুল অর্থ পাইয়া কাতামা সর্দারেরা অনুচরদিগকে সুসজ্জিত করিতে সমর্থ হইলেন। ফাতেমিয়া সৈন্যেরা প্রচুর বখ্‌শিশ পাইল, আরব গোত্রগুলিও অস্ত্র গ্রহণে আহুত হইল।

এক লক্ষ সুসজ্জিত অশ্বারোহী, ১০০০ উষ্ট্রারোহী এবং অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রবাহী একদল অশ্ব লইয়া ৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে জওহর কায়রোয়ান ত্যাগ করিলেন। সপরিষদ খলীফা তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিলেন। জওহর তাঁহার নিকট আসিলে তিনি মাথা ঝুকাইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত গোপনে আলাপ করিলেন। অতঃপর শাহজাদারা মৃত্তিকায় অবতরণ করিয়া সেনাপতিকে বিদায় সালাম জানাইবার আদেশ পাইলেন। ফলে সমস্ত আমীর, সভাসদ ও কর্মচারী ঘোড়া হইতে নামিতে বাধ্য হইলেন। জওহর প্রভুর হাত ও ঘোড়ার খুর চুম্বন করিলে ইঙ্গিতে যাত্রার আদেশ পাইলেন। খলীফা যে অশ্বে আরোহণ করিয়া ও যে পোষাক পরিয়া জওহরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে তৎসমুদয় উপহার রূপে প্রেরিত হইল। পথিপার্শ্বস্থ সমস্ত শহরের শাসন-

www.ahlehadeethbd.org

Contents



কর্তারা পদব্রজে আসিয়া মহামান্য সেনাপতিকে সম্মান দেখাইতে আদিষ্ট হইলেন। বার্কার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ্ খলীফাকে লক্ষ দিনার দানের প্রস্তাব করিয়াও এই দীনতা স্বীকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেননা। ভাগ্যবান গোলাম সম্মান ও সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করিলেন।

জওহর প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করিলেন। সদয় শর্ত পাইয়া নাগরিকেরা আত্মসমর্পণ করিল। সৈন্যেরা নিয়মিতরূপে বেতন পাইত বলিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রশংসনীয় রূপে সংযত রাখিতে সমর্থ হইলেন। তাহারা কাহারও গৃহ লুণ্ঠন বা কাহারও প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিলনা।

জওহরের বিরাট বাহিনীর আগমন সংবাদে ফুস্তাতে ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সুবিধাজনক শর্তে আত্মসমর্পণ ভিন্ন নাগরিকেরা আত্মরক্ষার কোনই উপায় দেখিতে পাইলনা। তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উচ্চপদস্থ আমীর আবুজাফর মুসলিম বিন্ ওবায়দুল্লাহ এক-দল প্রতিনিধি সহ জওহরের সহিত সাক্ষাতকারে গমন করিলেন। তিনি ইমাম হুসায়নের স্বীকৃত বংশধর বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল শিয়া সেনাপতি তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিবেননা। হইলও তাই। জওহর প্রতিনিধিদের সমস্ত অনুরোধ রক্ষা করিলেন। উযীর ইবনুস ফোরাত ও তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাদের প্রার্থিত চাকরীর প্রতিশ্রুতি পাইলেন।

কিন্তু মন্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেননা। ইখ্‌শিদ বংশের ভক্তবৃন্দ এবং কাফূরের কর্মচারী ও সৈন্য দলের একাংশ এই সকল সদাশয় শর্ত উপেক্ষা করিয়া আক্রমণকারীদের বাধা দানে প্রস্তুত হইল। তাহারা মূল্যবান দ্রব্যাদি ভূগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া নহ্‌রীর আশ্ শুরজায়ীর নেতৃত্বে গিজায় গিয়া সেতু রক্ষার জন্য পাহারা বসাইল।

যুদ্ধবাদী দলের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ৩০শে জুন জওহর গিজায় আসিলেন। অচীরে মুনিয়াত শাসকান নামক উত্তরণ স্থান তাঁহার দখলে আসিল। তখন কয়েকজন মিসরী সৈন্য নৌকাযোগে নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু অধিকাংশ সৈন্য ফুস্তাতের দিকে উত্তরণ স্থানের পাহারায় রহিল। জওহর নদী অতিক্রম করিয়া তাহাদের ঘাড়ে পড়িলেন। বহুলোক মারা পড়িল, হতাবশিষ্টেরা যথাসাধ্য মালপত্র লইয়া নৈশ অন্ধকারে পলাইয়া গেল। অবলারা নিরুপায় হইয়া শরীফের দ্বারস্থ হইলেন। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি আবার ফাতিমিয়া শিবিরে ছুটিলেন। প্রভুর ন্যায় জওহরের হৃদয়েও রাজনৈতিক দয়ার অভাব ছিলনা। তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত হইলেন। যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে তাহারা অভয় পাইল, যাবতীয় লুণ্ঠন ও অত্যাচার নিষেধ করিয়া এক আদেশ জারি হইল। জনৈক দূত বশ্যতাপতাকা হস্তে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া এই ঘোষণা বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইল। নাগরিকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কয়েকজন বিরোধী নেতার মস্তক কাটিয়া ফাতিমিয়া শিবিরে উপহার পাঠাইল।

জওহরের আদেশে শরীফ, আলীম, প্রধান কর্মচারী ও নেতৃস্থানীয় নাগরিকেরা ৫ই জুলাই গিজায় আগমন করিলেন। ইবনুস ফোরাত তাঁহার বাম ও আবুজাফর তাঁহার দক্ষিণ স্থান পাইলেন। আর সকলেই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একে একে তাঁহাকে সালাম করিয়া গেলেন। অতঃপর নগর-প্রবেশ আরম্ভ হইল। আসরের পর স্বর্ণখচিত রেশমীবস্ত্র পরিয়া, মহাড়ম্বরে বাদ্য বাজাইয়া ও পতাকা দোলাইয়া জওহর স্বয়ং ফুস্তাতে প্রবেশ করিলেন। শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হেলিওপোলিশের রাস্তার ধারে বালুকাময় প্রান্তরে তাঁহার তাঁবু পড়িল। একমাত্র 'কাফূর-বাগ' ভিন্ন এখানে কোন উদ্যান বা শস্যক্ষেত্র ছিলনা। ময়েজ পূর্বেই একটি নূতন শহরের নক্‌শা ঠিক করিয়া দেন। তদনুসারে জওহর সে রাত্রেই নদী হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে খুঁটি গাড়িয়া প্রায় ১২০০ গজ দীর্ঘ একটি কর্ম-ক্ষেত্র চিহ্নিত করিলেন। খুঁটির সঙ্গে ঘড়ি বাঁধিয়া তাহাহইতে ঘণ্টা ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। মজুরেরা কোদালী হাতে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন সঙ্কেত মাত্রই একসঙ্গে কোপ দিতে পারে। এদিকে জ্যোতিষীরা 'শুভক্ষণ' নির্দ্ধারণে বসিলেন। কিন্তু এক হতচ্ছাড়া দাড়কাক সব পণ্ড করিয়া দিল। সে কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া দড়িতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



বসিবা মাত্রই সমস্ত ঘণ্টা একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। দৈবজ্ঞেরা বলিলেন "এখন অল্-কাহির অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ প্রবল" কাজেই বড় অশুভক্ষণ। কিন্তু দুষ্ট কাকের কীর্তি সংশোধনের শক্তি কাহারও ছিলনা। তজ্জন্য নূতন শহরের নাম হইল "অল্ কাহিরা অল্ মাহ্ফূযা" অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের রক্ষিত বিজয় নগরী। বর্তমান কায়রো এই অল্-কাহিরারই অপভ্রংশ। জওহরের উদ্দেশ্য ছিল, এই দুর্লক্ষণকে এভাবে মঙ্গলজনক করা। তাঁহার প্রত্যাশা বাস্তবিকই সফল হয়। মিসরের ও ফাতিমিয়াদের সমস্ত প্রাচীনতর রাজধানীই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষীদের কুসংস্কার মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া সহস্রবৎসর যাবৎ কায়রো মিসরের রাজধানী হইয়া রহিয়াছে। আজ উহা সমগ্র আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা সুসভ্য, সুসমৃদ্ধ ও জনবহুল নগরী।

পরদিন প্রত্যূষে ফুস্তাতের লোকেরা রাত্রিমধ্যে একটী নূতন নগরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বিজয়-বার্তা ও উহার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি ছিন্নমুণ্ড লইয়া দ্রুতগামী উষ্ট্রে খলীফার নিকট দূত ছুটিল। আব্বাসিয়া খলীফার নাম বাদ দিয়া ইমাম আমীরুল-মু'মেনীন আল্-ময়েজের নামে খুৎবা পাঠ এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ হযরত আলী, বিবি ফাতিমা ও হাসান হুসায়নের জন্য দোয়া করিলেন। আজান ও মুদ্রায় শিয়ামতের বৈশিষ্ট্যমূলক বাণী সন্নিবেশিত হইল। দুই শতাব্দী পর্যন্ত সুন্নী প্রধান মিসরে এই বিশৃংখল ব্যবস্থা বজায় রহিল। শিয়াশাসন মানিয়া লইলেও মিসরের অভ্যল্প লোকেই শিয়ামত গ্রহণ করিল। শিয়াদের দাবী সম্পর্কে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ফাতিমিয়ারাও এজন্য মাথা ঘামাইতেন বলিয়া মনে হয়না। উভয় সম্প্রদায় সাধারণতঃ সদ্ভাবেই কালকাটাইত; কেবল মুহর্রম পর্বের সময় তাহাদের মধ্যে সামান্য দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত। এদিকে নূতন নগরের নির্মাণ কার্য দ্রুত চলিতে লাগিল। উহার চতুর্দিকে ইষ্টক নির্মিত এক বিরাট প্রাচীর উঠিল; ১১০০ খৃষ্টাব্দে মাক্রিজি ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পান। বর্গক্ষেত্রের পূর্বপ্রান্তে খলীফার জন্য এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্মিত হইল। পশ্চিম প্রান্তে যেখানে কাফুরের বাগানের আরম্ভ ময়েজের উত্তরাধিকারী সেখানে একটি 'ছদ্র প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। দক্ষিণপ্রান্তের বাবুল জুবায়লা হইতে এক বিরাট রাজপথ 'জয়নুল কাসরায়ন' বা দুই প্রাসাদের মধ্যবর্তী ময়দানের মধ্যদিয়া বাবুল ফুতাহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খলীফা-প্রাসাদের উত্তরে ছিল উজীরের দফতরখানা ও দক্ষিণে বিখ্যাত জামী-অল্-আজহার। ৯৭০ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়া ৯৭২ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। ইহাও জওহরের কীর্তি।

আল্-কাহিরা সময় সময় মদীনা বা নগর নামে অভিহিত হইত। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল খলীফা এবং তাঁহার পরিজন, দেহরক্ষী, উৎকৃষ্ট সৈন্য ও সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারার্থ এক বিশাল শাহী কিল্লা। জনসাধারণ উহার প্রাচীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতনা। এমনকি বৈদেশিক দূতদিগকেও বাহিরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে হইত; অতঃপর তাঁহারা প্রহরী বেষ্টিত হইয়া খলীফা সকাশে নীত হইতেন। কিন্তু কালক্রমে, বিশেষতঃ অগ্নিদাহের পরে ফুস্তাতের অধিকাংশ লোক অল্-কাহিরায় আসিয়া বসতি স্থাপন করে। তবে ফাতিমিয়া রাজত্বের শেষপর্যন্ত ফুস্তাতই ছিল মিসরের বাণিজ্য ও বেসরকারী জীবনের কেন্দ্র; পশ্চিমে মাক্যের শহরতলী-সমূহ ছিল অল্-কাহিরার বন্দর। ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীতে নীলনদী সরিয়া গেলে বুলক নির্মিত হয়।

জওহরের প্রথম কর্তব্য হইল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের দুঃখভার লাঘব করা। মিসর জয়ের সংবাদ পাইয়াই ময়েজ সেখানে কয়েক জাহাজ শস্য প্রেরণ করিলেন। ইহাতে সাময়িকভাবে লোকের কিছু উপকার হওয়ায় তাহারা বুঝিতে পারিল, নূতন রাজা তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে উদগ্রীব।

কিন্তু কিছুতেই শস্যের মূল্য হ্রাস না পাওয়ায় জওহর রাজধানীতে একটি কেন্দ্রীয় শস্য বিনিময় ভবন প্রতিষ্ঠা করিলেন। একজন মুহতাসিব বা পরিদর্শকের উপর উহা পরিচালনার ভার পড়িল। ব্যবসায়ীরা যাহাতে শস্য গুদামজাত করিয়া না রাখে ও চড়াদাম গ্রহণ না করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা ছিল তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents



কাজ। প্রত্যেকেই এখানে তাঁহার সমক্ষে শস্ত্র বিক্রয়ে বাধ্য হইল। কয়েকজন চোরাকারবারী প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য বিভাগের কর্তারা একবার এই শস্ত্র বিক্রয় পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুই বৎসর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লাগিয়া রহিল। এতলোক মারা যাইতে লাগিল যে, মৃতদেহগুলি দাফন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বহু লাশ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। অবশেষে ৯৭১-২ খৃষ্টাব্দে নদীর পানি বৃদ্ধি পাইলে আকাল চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মহামারীও গায়েব হইল।

প্রচলিত অরাজকতা দূর করার দিকেও জওহরের লক্ষ্য কম ছিলনা। তিনি সমস্ত সরকারী কার্যে অংশগ্রহণ করিতেন, এমনকি সময় সময় তাঁহাকে ইমামতি করিতেও দেখা যাইত, প্রতি শনিবারে তাঁহার আদালত বসিত। সেখানে তিনি লোকের অভিযোগ শুনিয়া কাজী, উজীর ও প্রবীন উকিল মুক্তারের সাহায্যে তাহার বিচার করিতেন। যাহাতে সকলেই নিরপেক্ষ ব্যবহার পায়, এজন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন মিসরী ও একজন মগরিবী কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। এভাবে তাঁহার দৃঢ় ও ন্যায়বান্ শাসনে ক্রমে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। পক্ষান্তরে আজহার মসজিদের নির্মাণকার্য আরম্ভ হওয়ায় বহু কারিগরের কাজ জুটিল; রাজধানীরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইল।

৯৭১-২ খৃষ্টাব্দে জনৈক ইখ্‌শিদী কর্মচারী উত্তর মিসরের বাশমুর জিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। জওহরের সৈন্যেরা তাঁহাকে প্যানোডাইন সীমান্তে তাড়াইয়া লইয়া গেল। সেখানে তিনি ধরা পড়িলেন। একমাস যাবত তাঁহাকে তৈল খাওয়াইয়া শেষে তাঁহার চর্ম উত্তোলন করিয়া তাহাতে খড় ভরিয়া উহা কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখা হইল। ইখ্‌শিদদের তখনও ৫০০০ সমর্থক ছিল। উহার মর্মান্তিক পরিণাম দর্শনে তাহাদের উৎসাহে ভাটা পড়িল। তাহারা অস্ত্রত্যাগ করিলে বিদ্রোহের অবসান ঘটিল। ফাতিমিয়া আমলে আর কোন বিদ্রোহ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় নাই। ইতিহাসে এরূপ অভগ্ন শান্তিময় রাজত্বের নজির নাই।

জওহর এবার মিসরের মর্যাদা বর্দ্ধনে মনোযোগী হইলেন। ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে নিউবিয়ার খৃষ্টানেরা মিসর আক্রমণ করে। এ যাবত ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের কোনই চেষ্টা হয় নাই। জওহর করদান বা ইসলাম গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিয়া রাজা জর্জের নিকট দূত পাঠাইলেন। যুদ্ধের শক্তি না থাকায় তিনি করদান করিয়া রাজ্য ও ধর্মরক্ষা করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে ময়েজ মক্কা ও মদীনায় প্রচুর অর্থ বিতরণ করেন। এখন সেই বিজ্ঞতার ফল ফলিল। তাঁহার সদাশয়তা ও সফলতায় আকৃষ্ট হইয়া পুণ্যভূমি হেজাজ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। পবিত্র নগরিদ্বয়ে তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ হইল। ময়েজ গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিলেন।

## ১০। কার্মাতিয়া আক্রমণ

প্রাচীন, মধ্য বা বর্তমান যুগে মিসর কখনও সিরিয়ার সহিত সম্পর্ক শূন্য থাকিতে পারেনাই। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য এখানেই নিহিত। দক্ষিণ সিরিয়া সম্ভতঃ নামে ইখ্‌শিদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হুসায়ন রমনায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। আলেপ্পোর হামদানীরাও ছিলেন স্বাধীন; উত্তর সিরিয়া ছিল তাঁহাদের অধীন। জওহর তাঁহার সহকারী জাফর বিন্ ফেল্লাহকে হুসায়নের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হতভাগ্য পরাজিত ও ধৃত হইয়া ফুস্তাতে আনীত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে নগ্নগাত্রে সর্বজন-সমক্ষে প্রদর্শন করা হইল; জনতাও তাঁহাকে নানা রূপে অপমানিত করিয়া পূর্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ লইল। অতঃপর তিনি ইখ্‌শিদ বংশীয় অন্যান্য লোকের সহিত বার্বারীর এক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ৯৮১ খৃষ্টাব্দে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এদিকে জাফর উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া বলপূর্বক দিমিশ্‌ক অধিকার করিলেন। ইহা বরাবরই গোঁড়া মুসলমানদের আস্তানা। সেখানে শিয়া মত প্রচারিত হওয়ায় তাহাদের বিরক্তির সীমা রহিলনা। কার্মাতিয়ারা কিছুকাল যাবত দিমিশ্‌ক হইতে যৌথ

www.ahlehadeethbd.org

আদায় করিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তাহা বন্ধ হওয়ায় তাহারা অস্ত্র বলের স্মরণ লইল। ফাতিমিয়াদের শিথিলতার দরুণ কার্ম্মাতিয়াদের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে। কার্ম্মাতিয়াদের 'করীর' (নেতা) হাসান এখন এমনকি আব্বাসিয়াদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেননা। কিন্তু খলীফা অল্-সুতি অবজ্ঞাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া উত্তর দিলেন, "কার্ম্মাতিয়া ও ফাতিমিয়া দুই-ই-আমার নিকট সমান।" কিন্তু বুয়াইহিয়ারাই তখন ইরাকের প্রকৃত মালিক; তাঁহাদের ন্যায় হামদানীরাও ছিলেন শিয়া। কাজেই রাহ্‌বার হামদানী ভূপাত আবু তাগলিব হাসানকে সৈন্য সাহায্য পাঠাইলেন। বুয়াইহিয়াদের নিকট হইতে অর্থ ও সৈন্য দুই-ই আসিল। তাই, ওকায়ল প্রভৃতি আরব গোত্রও হাসানের পক্ষে যোগদান করিল। কাজেই দিমিশ্‌ক দখলে আনিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইলনা। অতঃপর তিনি আলী বংশের প্রতি বশ্যতার ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া খুৎবায় মুয়েজকে অভিশাপ দানের ব্যবস্থা করিলেন। দিমিশ্‌ক বাসীরা ঘোর শিয়া বিরোধী ছিল বলিয়া ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু এই আনন্দের জন্য অচিরে তাহাদিগকে খুব চড়া দাম দিতে হইল।

দিমিশ্‌ক জয়ের পর হাসান দ্রুতপদে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। জাফর তখন সসৈন্যে জাফ্‌ফায়; আরবেরা সেখানে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিল। হাসান রমলার পথে সটান ঝড়ের ন্যায় মিসরে অপোহিত হইলেন। কুলজুম (সুয়েজ) ও ফয়েমারা অল্ আরিশ (প্রাচীন পেলুসিয়াম) শীঘ্রই তাঁহার দখলে আসিল। এইরূপে সমগ্র সুয়েজ যোজক তাঁহার হস্তগত হওয়ায় তিনিস কার্ম্মাতিয়া শাসন মানিয়া লইল। অতঃপর হাসান সম্মুখ অগ্রসর হইয়া আয়নুশ্‌শাম্‌শে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অল্ কাহিরা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন (অক্টোবর ৯৭১)। ফাতেমিয়ারা বেশীর লোভে আসন পর্যন্ত হারাইতে বসিল।

হাসানের সুয়েজে উপস্থিতির সংবাদ পাইয়াই জওহর রাজধানী রক্ষায় মনোনিবেশ করেন। কায়রোর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড খাত খণ্ডিত হইল। নগরে প্রবেশের একটি মাত্র পথ রহিল; তাহাতে তিনি এক লৌহদ্বার স্থাপন করিলেন। কি মিসরী কি মগরিবী সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল। পাছে বা ইবনে ফোরাত বিশ্বাসঘাতকতা করেন, এই ভয়ে এক গুপ্তচর তাঁহাকে পাহারা দিতে বসিল। শরীফদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া নাগরিকদের বিশ্বস্ততার জামিন রাখা হইল। এদিকে তাঁহার চরেরা নিজেদের অসন্তুষ্ট নাগরিক বলিয়া পরিচয় দিয়া কার্ম্মাতিয়া বাহিনীতে ঢুকিয়া উৎকোচ দানে কর্মচারীদের বাধ্য করিয়া ফেলিল। দুই মাস পর্যন্ত নগরের সম্মুখে বৃথা বসিয়া থাকিয়া হাসান বলপূর্বক লৌহ দ্বার ভাঙ্গিয়া পরিখা অতিক্রমের প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু নাগরিকেরা তাঁহাকে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া হটাইয়া দিল। শিবির ও মালপত্র ফেলিয়া রাখিয়া নৈশ অন্ধকারে তিনি কুলজুমে পলাইয়া গেলেন। সাহসী নাগরিকেরা এগুলি লুটিয়া লইল। ইখ্‌শিদের যেসকল কর্মচারী হাসানের অধীনে চাকরী করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই তাহাদেরই হাতে বন্দী হইলেন।

কার্ম্মাতিয়াদের অভিযানের সংবাদ পাইয়া মুয়েজ ইবনে আম্মারের নেতৃত্বে একজন সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করেন তাহারা তিনিস অধিকার করিলে নাগরিকেরা অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। একটী কার্ম্মাতিয়া নৌবহর আসিয়া নগর পুনরাধিকারের প্রয়াস পাইল; কিন্তু সাতখানা জাহাজ ও ৫০০ লোক ফাতিমিয়াদের হাতে ধরা পড়িলে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইল।

জাফ্‌ফার ফাতেমিয়া বা হনী তখনও দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করিতেছিল। জওহর তাহাদের সাহায্যে একদল নাগরিক সৈন্য পাঠাইলে তাহারা অবরোধ উঠাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু জাফর সৈন্য রাখিতে সাহসী না হইয়া বিজ্ঞতার সহিত তাহাদিগকে সরাইয়া নিলেন। এদিকে শত্রুরা দিমিশ্‌কে গিয়া আত্মকলহে মগ্ন হইল।

এই পরাজয়ে কিন্তু কার্ম্মাতিয়া নেতার বিষ দাঁত ভগ্ন হইলনা। পর বৎসর তিনি নূতন অভিযানের জন্য আরব সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জওহর পূর্ব হইতেই খলিফাকে মিশরে আসিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। পুনরাক্রমণের আশঙ্কা দেখাইয়া নিজেও রাজ্য রক্ষার ভার গ্রহণার্থ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া এখন পুনরায় পত্র প্রেরিত হইল। এই ভয়াবহ সংবাদ পাইয়া ময়েজের পক্ষে আর গড়িমসি করা সম্ভবপর হইলনা। তিনি সানহাজা গোত্রের ইউসুফ বুলুগিন বিন্ জায়রিকে ইফ্রেকিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "কখনও বেদুইনদের উপর কর ধার্য করিতে বিরত হইওনা; বার্ব্বারদের স্কন্ধের উপর নিয়ত তরবারী উত্তোলিত রাখিবে। তোমার ভ্রাতা ও খুল্লতাত ভ্রাতাদের বিশ্বাস, এই পদে তোমার চেয়ে তাহাদেরই যোগ্যতা অধিক, কাজেই তাহাদের কাহাকেও উচ্চপদে নিযুক্ত করিওনা। কিন্তু নাগরিকদের যথাসাধ্য খাতির করিও।"

৯৭২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে কায়রোয়ান ত্যাগ করিয়া ময়েজ কাবেস ত্রিপোলী ও বার্কার পথে মন্থর গতিতে পরবর্ত্তী মে মাসে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছিলেন। ফুস্তাতের কাজী ও অন্যান্য লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া তাহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন। একমাস পরে গির্জার নিকটে তাঁহার তাবু পড়িল। এখানে বিশ্বস্ত জওহর তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন। খলীফা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার জনপ্রিয়তা নিরাপদ নহে মনে করিয়া পরবর্ত্তী অক্টোবরে (৯৭৪ খৃঃ) তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

কিছুদিন বিশ্রামের পর ময়েজ পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া জওহরের নব নির্মিত সেতুর সাহায্যে রোদা হইতে নদী অতিক্রম করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ফুস্তাত সুসজ্জিত করা হইল। কিন্তু তিনি রাজ্য পাহারকদের রাজধানীতে না গিয়া কাবুল জুবায়লা দিয়া সোজা অল্-কাহিরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পূর্ববর্ত্তী খলিফাত্রয়ের শবাধার দুইটী রাজহস্তীর পৃষ্ঠে চাপাইয়া মিছিলের অগ্রে অগ্রে নীত হইল। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তিনি সিজদায় গিয়া খুদাতা'লার নিকট শুকরগুজারি করিলেন।

তখনও কার্ম্মাতিয়া আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত না হওয়ায় ময়েজ আপোষে বিবাদ মিটাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পত্রের উত্তরে হাসান লিখিলেন "তোমার পত্র পাইয়াছি। তাহা বাক্য-বহুল, কিন্তু অর্থহীন। আমি নিজেই আমার উত্তর লইয়া আসিতেছি।" ৯৭৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে কার্ম্মাতিয়ারা আবার আয়নুশ্ শাম্স হাজির হইল। সেখানে ইখ্শিদ ও প্রতিদ্বন্দ্বী আলী বংশের পক্ষভুক্ত লোকেরা তাহাদের সহিত যোগদান করিল। অতঃপর তাহারা মিসরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ধ্বংস ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল। ময়েজের সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট ছিলনা। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ ১০০০ সৈন্য লইয়া ব-দ্বীপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিলেও তাহাদের মূলবাহিনীর গতিরোধ করিতে পারিলেননা। তাহারা জওহরের খাতের পাড়ে সমবেত হইয়া রক্ষী সৈন্যদিগকে নগরের মধ্যে তাড়াইয়া দিল।

বলে না পারিয়া খলীফা কলের আশ্রয় লইলেন। বনু তাই গোত্রের শায়খ ছিলেন কার্ম্মাতিয়াদের প্রধান সহায়। লক্ষ দিনার ঘুষ দিয়া ময়েজ তাঁহাকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। রাজকোষে এত স্বর্ণ না থাকায় সিসার উপর সোনালী রঙ দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হইল। যুদ্ধকালে বেদুইন সর্দার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দলত্যাগ করায় হাসান পলায়নে বাধ্য হইলেন। তাঁহার শিবির অধিকৃত ও লুণ্ঠিত এবং ১৫০০ অনিয়মিত সৈন্য নিহত হইয়া কৃতকার্যতার অনুসরণ করিয়া অনতিকাল পূর্বে সিরিয়ায় ১০০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ হাসানের এক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিল। তাঁহাদের কার্যের ফলে কার্ম্মাতিয়ারা দুর্বল হইয়া পড়িয়া অবশেষে তাঁহাদের একজন অপরকে তাড়াইয়া দিলেন। ফাতেমিয়া সেনাপতি তাঁহাকে সপুত্রক কাঠের খাঁচায় ভরিয়া মিসরে প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে সিরিয়ায় শান্তি আসিল। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

# ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

## প্রতপক্ষের যবানী

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(১৯)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাখোনা, খুলনা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পিতার পত্র পাওয়া মাত্রই পিতার অনুগত পুত্র আকস্মিকভাবে বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। অতঃপর সে দুষ্কর কার্য সিদ্ধির জন্য যে সমস্ত বিপদ সঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিল সেই সকল রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত সে এবং তাহার পরিবারবর্গ ছাড়া অপর কাহারও জানিয়া কোন লাভ হইবেনা। তবে ফিরিয়া আসিয়া সে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট যে বিবরণ দাখিল করিয়াছিল তাহাহইতে সে যে বিদ্রোহী মুজাহিদদিগকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সে সমস্ত বিপদজনক ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম পূর্বক মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌছিয়া তাহাদের একজন বিশ্বস্ত লোক স্বরূপে তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সীমান্তের এপারস্থিত তাহাদের গুপ্তচর ও সাহায্যকারীদিগের বৃত্তান্ত ভালরূপে জানিয়া লইয়াছিল। এবং বিদ্রোহীরা যে সময় আমাদের ছাউনীর উপর আক্রমণ চালায় সেই সময় সে তাহাদের দলে থাকিয়া সুযোগ মতন চম্পট দিয়া আমাদের ঘাঁটি অতিক্রম পূর্বক পথকষ্টে জর্জরিত ও উপবাস ক্লিষ্ট জীর্ণদেহ বিদ্রোহীদের গুপ্তচর সমূহ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া সীমান্ত হইতে শত শত মাইল দূরে আসিয়া স্বীয় পিতার সহিত সাক্ষাত করে। তাহার বর্ণনাক্রমে থানেশ্বরের আজি লেখক মোহাম্মদ জাফরের বৃত্তান্ত জানা যায়। (এই মোহাম্মদ জাফর একজন উচ্চশিক্ষিত আলেম এবং মহান বিপ্লবী ছিলেন। মওলানা ইয়াহিয়া আলী তাঁহাকে খেলাফতের সনদ দিয়া মহান ব্রত উদযাপনের দায়িত্ব অর্পণ করেন—অনুবাদক)। এই থানেশ্বরের মুনশী জাফর নিজেকে একজন খলিফা বলিয়া পরিচিত করিত এবং সে একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধনবান ব্যক্তিছিল। বাংলা হইতে যে সমস্ত রংরুট ও টাকা পয়সা এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হইত মোহাম্মদ জাফর সেই সমস্ত সীমান্তের অপর পারস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে প্রেরণের ব্যবস্থা করিত। যে চারিজন বাঙ্গালীকে সার্জেন্ট গ্রেফতার করিলে তাহারা তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহিয়াছিল, সে উহাতে রাজি হইলে তৎক্ষণাতই জাফর তাহার দাবীকৃত টাকা মিটাইয়া দিত।

ম্যাজিষ্ট্রেট সার্জেন্টের কথায় আস্থা স্থাপন না করায় সে বিক্ষুব্ধ হইয়া সে বিপদজনক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল উহার ভয়াবহতা স্মরণে আসিবা মাত্র আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সে যে দুষ্কর কার্য সিদ্ধির জন্য সঙ্কট সঙ্কুল পথে স্বীয় প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছিল উহার গুরুত্ব সে সম্যকভাবে অবগত ছিল। এজন্য পুত্রের ফিরিতে যতই বিলম্ব হইতেছিল, তাহার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা করিয়া সে ততই বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। সে প্রতিদিন যথা নিয়মে স্বীয় কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত হইত বটে, কিন্তু তাহার মন পুত্রের চিন্তায় সর্বক্ষণ ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিত। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সততায় সন্দেহ করায় দরুণ তাহার চরিত্রের উপর যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছিল সে জন্যও সর্বদা তাহাকে বিমর্ষ দেখা যাইত। সেই কলঙ্ক অপনো-

www.ahlehadeethbd.org

Contents



দনের জন্য সে স্বীয় পুত্রকে ভয়াবহ পথে তুলিয়া দিয়াছিল।

খানেশ্বরের আজি লেখক মোহাম্মদ জাফরের জীবনী একান্তই চিত্তাকর্ষক। (বলিতে ভুলিয়া আসিয়াছি, এই মওলানা মোহাম্মদ জাফর কর্তৃক ফরাসী ও উরদু রচিত তাহার অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক রহিয়াছে—অনুবাদক।) সে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে উন্নতি করিয়া মৌজায় নম্বর দারের পদলাভ করিতে সমর্থ হয়। ঘটনাক্রমে একদা সে জনৈক সংস্কার পন্থী প্রচারকের বক্তৃতা শুনিতে পায়। সেই প্রাণোন্মাদনাকারী বক্তৃতা শুনিয়া তাহার মনে ভাবান্তর এবং হৃদয় ধর্ম্মীয়ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অতঃপর সে নিজেকে একজন সংস্কার পন্থী মনে করিয়া নিজের ঘরবাড়ী ও সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মসজিদ পর্যন্ত যে সমস্ত বেদআত প্রবেশ করিয়াছিল উহার সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে এবং "জন বুনিয়ানের" জীবনে পরিবর্তন আসিয়া যাওয়ায় তিনি যেভাবে আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জাফরের জীবনেও সে প্রকার অলৌকিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

এই সব দীক্ষিত ওহাবী আত্মসিদ্ধির জন্য কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় লিপ্ত হইয়া জীবনশুদ্ধি লাভ হইয়াছে মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে তাহার পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে—"জাফরের উপদেশাবলী" নামে লিপিবদ্ধও করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিদ্রোহীদের নিকট হইতে যে সমস্ত রহস্যজনক দলিলপত্র পাইয়া রাজনৈতিক মোকদ্দমায় নথি ভুক্ত করা হইয়াছিল, "জাফরের উপদেশাবলী"ও তন্মধ্যে একখানি কৌতূহলোদ্দীপক দলিল। জাফর লিখিতেছেন:—১২৭৮ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের ১৮ই তারিখ মঙ্গলবারে আমি ঐ পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, ইহার সমাপ্তি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। এই ব্যাপারে আমি কোন বিশেষ নীতির অনুসরণ করিনাই, মাত্র ইহা পারত্রিকের সহিত যেসমস্ত বিষয় বস্তুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যেসকল বস্তুর সহিত আমার জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই সকল বিষয় লইয়া আমি চিন্তা করিয়াছি। অতঃপর আমি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিতেছি যে, এই জীবন-এই সংসার একান্তভাবে অনিত্য। মনুষ্য, জিন, ফেরেস্তা, পশু পক্ষী ও বৃক্ষলতা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ সৃষ্টি বিশিষ্ট পর্বতমালা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই একদা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মাত্র ইহাদের স্রষ্টা খোদার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে। মানুষের জীবনের দিনগুলি একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া যদি কেহ এক সহস্র বৎসরও বাঁচিয়া থাকে তবুও একদিন তাহাকে মৃত্যু কবলিত হইতে হইবেই, এবং সেই অন্তিম সময়ে যাহার নিকট পুণ্যের পুঁজিনাই তাহাকে লজ্জা ও অনুতাপের দুর্ব্বহ বোঝা স্কন্ধে করিয়া জীবনের অপর পারে গমন করিতে হইবে। আমার নিজের অবস্থা এইরূপ:—"দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করার দরুণ দশ বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতে পারেনাই। যেসময় আমার পিতৃবিয়োগ ঘটে সেই সময় আমার বয়স বারো বৎসর, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স মাত্র ছয়মাস। একমাত্র মাতা ছাড়া আমাদের আর কোন অভিভাবক ছিলেননা। আমার মাতা ছিলেন সম্পূর্ণতঃ নিরক্ষর; ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার কোন শিক্ষা বা জ্ঞান ছিলনা। সুতরাং বাল্যকালে আমার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতে পারেনাই। বয়সের সঙ্গে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভের পর শিক্ষার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়।"

"১৮৫৬ সালে আমাকে আর্জি লেখকের তালিকা ভুক্ত করা হয়। এই কার্যে সত্বরই আমার এরূপ উন্নতি হইল যে, অপরাপর আর্জ্জি লেখকবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আদালতের উকিলবৃন্দ পর্যন্ত আইন কানুন এবং সপরিষদ গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত নূতন নূতন এ্যাক্টের ধারা উপধারা সমূহ বুঝিয়া লইবার জন্য আমার দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইলেন।"

এই আর্জি লেখকগণকে তালিকা বহির্ভূত উকিল বলিয়া মনে করা হইত। মামলাকারীদিগের আর্জ্জি রচনা করাই ছিল তাহাদের প্রধান কাজ এবং সেজন্য আর্জ্জি প্রতি ছয়আনা হইতে এক টাকা আট আনা পর্যন্ত তাহারা পারিশ্রমিক পাইত। এই কার্যে জাফর

www.ahlehadeethbd.org

স্বীয় প্রতিভা গুণে সকলকেই অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কাফের প্রতিষ্ঠিত আদালতে কাজ করিয়া সে যে অর্থ উপার্জন করিতেছিল, উহা তাহার মনঃপূত ছিলনা। তাহার উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে :— "এই কার্যে আমার যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অর্থ আমার পক্ষে অনর্থেরই হেতু হইয়াছে। কারণ উহাদ্বারা আমার আত্মা কলুষিত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনে পতন ধরিয়াছে। যদি আমি এই পেশা অবলম্বন না করিতাম, তাহাহইলে যে আমার ধর্মজীবন উন্নত হইত, সে বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। উহার প্রমাণও আমার নিকট রহিয়াছে। আদালত যখন বন্ধ থাকে তখন আমার মন উৎফুল্ল থাকে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়। কোন প্রকৃত মুসলমান যখন অর্থার্জনের জন্য কোন কাফেরের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন যে তাহার আত্মার আলোক নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে আমার পরীক্ষিত জীবন হইতে তাহা আমি বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে কাফেরের আদালতের আশ্রয়ে থাকিয়া আমি যে অর্থার্জন করিতেছি উহা আমার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে বিষের ন্যায় ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে মনের পরিবর্তন আসিয়া যাওয়ার পর জাফর আর ঐ কার্য করিতে ইচ্ছুক ছিলনা। কিন্তু অনেকের অনুরোধ, উপরোধ ও পীড়াপীড়ি এড়াইতে না পারিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে উহাতে লিপ্ত থাকিতে হয়। কারণ তাহার আইন, জ্ঞান ও রচনা প্রণালী এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, চতুর্দিককার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জমিদারবৃন্দও তাহাকে আপন আপন আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, মোহাম্মদ জাফর একান্তই বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিল। এবং সেই জন্য পার্থিব উন্নতির আকাঙ্খা কখনই তাহার ধর্মসাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারেনাই। চরিত্র মাধুর্য্যে সকলেরই দৃষ্টি পথারূঢ় হইয়াছিল এবং যেকোন স্তরের যেকোন ব্যক্তি একবার তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেনাই। সে পয়গম্বর মোহাম্মদ (দঃ) এর জীবনাদর্শের অনুসরণ পূর্বক নিজের পরিবার হইতে সংস্কার কার্য আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই তাহার জনৈক কর্মচারী মুন্সী স্বীয় প্রভুর সঙ্গে গ্রেফ্‌তার হইয়া যখন জাফরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল তখন সে স্বীয় প্রভুর কঠিন পরীক্ষার দিনে তাহার প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই ব্যক্তি আম্বালার যে সবজজের সম্মুখে আসামীর কাঠগড়ায় স্বীয় প্রভুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান অবস্থায় একান্ত নির্ভীকভাবে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ধর্মের অনুকূলে কথা বলিয়াছিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে জাফর স্বীয় শিষ্যবর্গের মধ্য হইতে দশজন বিশিষ্ট শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনীর সহিত মিলিত হয় এবং যদিও ইতিপূর্বে তাহার কোন প্রকার সামরিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় নাই তবুও সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সে যেরূপ সমরনিপুণতা বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল তদৃষ্টে সমরাঙ্গী ব্যক্তিগণও তাহার উচ্চ প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর সে বিদ্রোহী মুজাহিদগণের নিকট একান্তভাবেই বিশ্বস্ত ও প্রিয় হইয়া উঠিল এবং দলের অতি গোপনীয় তত্ত্বাদিরও তাহাকে নায্য রক্ষক বলিয়া মনে করা হইল। কিন্তু দিল্লীতে বিদ্রোহীদের পতন ঘটিবার পর জাফর থানেশ্বরে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পুনরায় আজি লেখকের পেশা অবলম্বন করিল। কিন্তু উহাতে আর তাহার মন বসিতে চাহিতেছিলনা। দলের বিরাট সাফল্যের পর পতন ঘটিয়া যাওয়ায় তাহার মন একান্তভাবেই অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সে ভাবিতে আরম্ভ করিল যে, কাফেরের আদালতের আশ্রয়ে অর্থার্জ্জন করিয়া সে নিজের যে জীবনকে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে সেই জীবন লইয়া পবিত্র আযাদীর যুদ্ধে যোগদান করার দরুণই হয়ত আল্লাহ আজাদী প্রিয় বীরবৃন্দকে কাফেরের নিকট পরাজিত করিয়াছেন। এই অনুশোচনায় সে আজি লেখকের পেশা পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা দেশের কিছু করা যায় কিনা সেই চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। এতৎসংশ্লিষ্টে সে নিজেই বলিতেছে,— "একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপদেশক্রমে পবিত্র উদ্দেশ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সাধনার সহায়তার মাধ্যম স্বরূপ আমি পুনরায় এই পেশা অবলম্বন করিয়াছি। কারণ পেশা অপবিত্র হইলেও উহার আবরণের অন্তরালে থাকিয়া আজাদী অর্জ্জনের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিবার যে উপায় রহিয়াছে তাহাই উহাকে পবিত্র করিয়া তুলিবে।"

(আম্বালার সেসন জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ড মোকদ্দমার রায় দান প্রসঙ্গে জাফর সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "এই ব্যক্তির ইংরেজ দুশমনি, বিদ্রোহ ব্যাপারে তাহার কর্মতৎপরতা এবং তাহার অপূর্ব্ব ষড়যন্ত্র মূলক প্রতিভার কথা স্বীকার না করিয়া পারা যায়না। অপীচ সে একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। সুতরাং সে যে জানিয়া বুঝিয়া এই ভয়াবহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং তাহার প্রতি অপরাধের গুরুত্বের অনুরূপ দণ্ড প্রদত্ত হইল।)

জাফর কথিত সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি হইতেছেন পাটনার মওলবী এয়াহিয়া আলী। পরবর্তী কালে ইনিই ওহাবী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপন উদ্দেশ্য সাধনের মানে হইতেছে আজি লেখকের ছদ্মাবরণের অন্তরালে থাকিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত রংরুট, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র মুজাহিদ ক্যাম্পে পৌঁছাইতে সাহায্য করা।

পাটনার কেন্দ্রীয় দারুল এশায়াতের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইয়াহিয়া আলী পরবর্তী কালে উহার নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬৪ সালের ষড়যন্ত্র মামলার বহুপূর্বে উহা একটি সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যে বাড়ীটিতে উহার দফতর স্থাপিত হইয়াছিল, সাদেকপুর মহল্লার বাম পার্শ্বে সেই বাড়ীটি অবস্থিত ছিল। উহ একটি কক্ষ বহুল প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ী। তাহাতে বহুসংখ্যক কামরা ছিল এবং উহার পশ্চাদভাগ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতবর্ষে ইটের বাড়ী পুরাতন হইয়া গেলে তাহার যে শোচনীয় চিত্র লোক চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, এই বাড়ীটির বাহ্যিক দৃশ্যও অনুরূপ ছিল। প্রাঙ্গণাভ্যন্তরে একটি মসজিদ ছিল এবং উহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। এই মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত জামআতের সহিত নামাজ পড়া হইত এবং শুক্রবারে ধুমধামের সহিত জুমআর নামাজ আদায় করা হইত। জুমআর খোৎবায় যে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হইত তাহা শুনিয়া শ্রোতাদের মনে ভাবান্তর সৃষ্টি না হইয়া পারিতনা। খোৎবায় জেহাদের উপর গুরুত্ব দিয়া প্রত্যেক মুসলমানকে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগমনের জন্য উৎসাহিত করা হইত। কিন্তু সেই সঙ্গে চরিত্র নিষ্ঠা এবং ঈমানের দৃঢ়তার উপর গুরুত্ব দিয়া বলা হইত যে, নিয়ত বা সংকল্পের বিশুদ্ধতার উপরই কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল। শ্রোতৃবৃন্দকে সম্মুখের ভীষণ আধ্যাত্মিক অনিষ্টের কথা স্মরণ করাইয়া বলা হইত যে, এই সকল অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় হইতেছে প্রতিটি বাক্য ও কার্যে মহান পয়গম্বরের (দঃ) অনুসরণ করা। তিনি যেভাবে এবাদত বন্দেগী করিয়াছেন এবং যেভাবে সাংসারিক কার্যাদি নির্বাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহাবাবৃন্দ যেরূপ ভাবে উহার অনুসরণ করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে এবং তাঁহাদের ন্যায় নিষ্ঠাসহকারে এবাদত বন্দেগী ও সাংসারিক কার্যাদি নির্ব্বাহ করিতে পারিলে মুসলমানগণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আপদ বিপদ হইতে রেহাই পাইতে পারেন। পক্ষান্তরে যে সমস্ত ভিন্ন মতাবলম্বী লোক জেহাদ বিধির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল খোৎবায় তাহাদের উদ্দেশ্যে তিরস্কার বর্ষিত হইত।

সাধারণতঃ তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মান সাধারণের চিন্তা ধারণার উর্দ্ধে ছিল। এজন্য শ্রোতাগণ খোৎবা শুনিয়া সাময়িক ভাবে অভিভূত হইলেও অনেকে উহাকে আপন আপন জীবনে প্রতিফলিত করা কষ্টকর বলিয়া মনে করিত। নগরের অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা সাদেকপুর মহল্লার মসজিদের ওয়াজ নছিহতের জ্ঞানের গভীরতা, ভাষার প্রতিকূলতা এবং বর্ণনার পরিপাট্য উচ্চ প্রশংসিত হইলেও তাঁহারা পীর ও খানকাহ পূঁজা এবং ব্যক্তি পূঁজা ইত্যাদি বেদআত ও শেরকের বিরুদ্ধে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া মনে মনে অনেকে অসন্তুষ্ট ছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কারপন্থীরা ছিল নির্মল একেশ্বরবাদী মওয়াহ্হিদ।

ইয়াহিয়া আলী প্রচারক মণ্ডলীর সর্বোচ্চ নেতৃত্বপদে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



অতিরিক্ত ছিলেন। তিনি একান্ত দৃঢ়তা, নিপুনতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত দারুল এশায়াত পরিচালনা করিতেছিলেন। ভ্রাম্যমান প্রচারকবৃন্দ দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাসমূহ হইতে সংগৃহীত যেসমস্ত রংরূট প্রেরণ করিত কেন্দ্রীয় জামআতখানায় তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করা হইত। নবাগত মুজাহিদদিগের মধ্যে যাহাদিগকে প্রথমভাগে উপযুক্ত মনে করা হইত তাহাদিগকে সীমান্তের অপর পারস্থিত মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রেরণের জন্য সেই কাজের নিমিত্ত বিশেষভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হস্তে সমর্পণ করা হইত। এই দায়িত্বভার যাহারা বহন করিত তাহারা যে একান্তভাবে নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ লোক ছিল তাহা তাহার আপন আপন কার্যাবলীর দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে প্রমাণিত করিয়াছে। তাহাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য দারুল এশায়াতের পক্ষ হইতে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা ছিল। নবাগত রংরূটদিগের সম্মুখে প্রতিদিন জেহাদের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তাহাদের মনকে ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে উদ্দীপিত করিয়া তোলা হইত। জামায়াতখানার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের দায়িত্ব ইয়াহিয়া আলীর স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। তাঁহাকে রইসউল মোবাল্লিগান বা প্রচারাধ্যক্ষ বলা হইত। তিনি কর্মব্যাপদেশে স্থানান্তরে গমন করিলে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার্থীবৃন্দের অধ্যাপনার দায়িত্ব দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পালন করিতে হইত। তিনি যখন যে কাজ করিতেন অন্তরের তুষ্টি এবং একান্তই নিরাকাঙ্খা ভাবে নিষ্ঠার সহিত সেই কার্য সম্পাদন করিতেন এবং শেষ কালে যখন তাঁহাকে স্বীয় গুরুর সহিত ধৃত হইয়া আম্বালার সেসন জজের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল তখনও তাঁহার প্রতিটি উক্তি হইতে সাহস, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

প্রচারাধ্যক্ষ ইয়াহিয়া আলীর উপর নানাবিধ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সারা ভারতে যেসমস্ত প্রচারক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তিনি ছিলেন তাহাদের আধ্যাত্মিক গুরুস্থানীয় এবং সেজন্য তাহাদের সহিত তাঁহাকে গুপ্ত ও সাংকেতিক ভাষায় পত্রাদি আদান প্রদান করিতে হইত। ইহা ছাড়া প্রাপ্ত সমস্ত চিঠিপত্র এবং অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির সংরক্ষণ এবং সেই সমস্তকে পাটনা হইতে সীমান্তের মুজাহিদ ক্যাম্পে পৌছাইবার দায়িত্বও তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। এই সমস্ত কঠিন কাজ ছাড়াও তাঁহাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে দলের ইমামতি করিতে হইত এবং যেসমস্ত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র উপস্থিত হইত তাহাদিগকে আরবী, সাহিত্য, কোরআন, হাদিস, ফেকাহ ও দর্শন শিক্ষাদানের দায়িত্বভারও তাঁহাকেই বহন করিতে হইত। তিনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। আরবী সাহিত্য, দর্শন ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদিগের সম্মুখে যেসমস্ত কঠিন কাজ উপস্থিত ছিল, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ছিল পাটনার দারুল এশায়াত হইতে সীমান্তস্থিত বিদ্রোহী ঘাঁটিতে লোক, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র পৌছাইয়া দেওয়া। তাহাদের সাংকেতিক ভাষায় পাটনার কেন্দ্রীয় দারুল এশায়াতকে "ছোট মাল গুদাম" এবং সীমান্তস্থিত ঘাঁটিকে "বড় মাল গুদাম" বলা হইত। বাঙ্গালী রংরূটদিগের পক্ষে পাটনা হইতে সীমান্তের ঘাঁটিতে গমনাগমনের জন্য শতশত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইত। পথকষ্ট ছাড়াও তাহাদের পক্ষে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। বিশেষ করে বাঙ্গালীদিগের পক্ষে অপরিচিত স্থান দিয়া গমনাগমনকালে অন্যান্য প্রদেশবাসীর পক্ষে তাহাদিগকে চিনিয়া লইতেও বেগ পাওয়ার কথা নহে। পাঞ্জাবের পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রায় দুই হাজার মাইল পথ অতিক্রমকালে তাহাদের সম্মুখে সেরূপ শতশত প্রকার বিপদ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাহারা দলে দলে সেখানে গিয়াছে। বিচক্ষণ বিপ্লবী নায়ক ইয়াহিয়া আলীরও ঐ সমস্ত অসুবিধা জানা ছিল এবং সেইসমস্ত অসুবিধা অতিক্রমের জন্য তিনি সুপরিকল্পিত ভাবে যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর ভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। তিনি এই দীর্ঘ পথের স্থানে স্থানে "জামায়াত খানা" নামে একপ্রকার ঘাঁটি স্থাপন করিয়া বিশ্বস্ত এবং উপযুক্ত মুরিদগণের উপর উহাদের পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহারা এই সুদীর্ঘ পথকে এরূপ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিল যে, বাঙ্গালী রংরূটগণ সেইসমস্ত ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents



করিয়া সীমান্তস্থিত বিদ্রোহী ঘাঁটিতে উপনীত হইয়াছে। এজন্য প্রত্যেক বাঙ্গালী রংরুটের মনে এরূপ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা পতিমধ্যে প্রতি মঞ্জিলে সমবেদনাশীল বন্ধুদের দ্বারা অভ্যর্থিত হইতে হইতে অভীপ্সিত মঞ্জিলে পৌছিতে পারিবে। নানা শ্রেণী ও স্তর এবং মতের লোক দ্বারা ঐ সমস্ত জামায়াতখানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইলেও একটি ব্যাপারে তাহারা সকলেই একমত ছিল। অর্থাৎ ভারতভূমি হইতে ইংরাজ বিতাড়ন সম্বন্ধে সকলেই একমত, একদিল এবং সে-জন্য যেকোন বিপদজনক পন্থা অবলম্বন করিতে তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত। জমায়াতখানাসমূহের পরিচালক মণ্ডলীর জন্য একজন করিয়া উচ্চ পর্য্যায়ের বিপ্লবীকে পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঘটনাবলী পর্য-বেক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইতে হয় ইয়াহিয়া আলীর অপূর্ব লোক নির্বাচনী প্রতিভা দেখিয়া। এই সমস্ত চরম বিপদজনক কাজের জন্য তাঁহাকে অসংখ্য লোক নির্বাচিত করিতে হইয়াছিল এবং তিনি যখনই যাহা-দিগকে নির্বাচিত করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকেই যেম-নই ছিল আদর্শ চরিত্রের মানুষ তেমনই ছিল তাহা-দের অদম্য ত্যাগ-বরণ্যের স্পৃহা। তাহাদের কোন একজন লোক কখনই ভয়ে অভিভূত হইয়া অথবা লোক কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দল ছাড়ে নাই। অপীচ ধরা পড়িলে একান্ত উৎপীড়নের মধ্যে পড়িয়াও দলের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেনাই। এমন কি হাজতবাস কালে ফাঁসীদণ্ড নিশ্চিত জানিয়াও কখনও তাহাদের কাহারও মনে রাজস্বাক্ষী হইয়া মুক্তি লাভের আকাঙ্খাও জাগরূক হয়নাই।

ইয়াহিয়া আলী পাটনার একটী সর্বজন-মান্য-অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্য পাটনার উচ্চ-মধ্য সর্বস্তরের ইংরাজ কর্মচারীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ভালই ছিল। তাঁহার জনৈক ঘনিষ্ট আত্মীয় ইংরেজ সরকারের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মান-জনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় আর একজন আত্মীয় সীমান্তস্থিত মুজাহিদ বাহিনীর আক্রমণ প্রতি-রোধের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই জন্য আম্বালায় সেসনজজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ড ইয়াহিয়া আলীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড আরোপিত করিতে গিয়া যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, রাজ-নৈতিক মোকদ্দমার ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত সচরাচর পরিলক্ষিত হয়না। সেসন জজ তাঁহার রায়ে এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, "সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা করিয়া ইয়াহিয়া আলীই যে বিদ্রোহী দলের মস্তিষ্ক স্থানীয় তাহা প্রকৃতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি ধর্ম্ম-বুদ্ধি চালিত ব্যক্তি এবং সেই ধর্ম্মের আবরণের অন্তরালে থাকিয়া পাটনার মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামের ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থাসমূহ প্রচার পূর্বক অনর্থপাত ঘটাইয়া-ছেন। তিনি অগণিত এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা লোক ও অর্থ সংগ্রহ পূর্বক জেহাদ সংগঠনকে মজবুত করিয়াছেন। এই প্রকার ব্যাপক সংগঠনের দ্বারা তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন সময়ে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সীমান্ত-যুদ্ধে জড়াইয়া অপরিমিত লোক ও ধনের অপচয় ঘটাইয়াছেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সুতরাং অজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করার কোন সুযোগ তাঁহার সম্মুখে নাই। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন স্বীয় অন্তরের বিবেক-বুদ্ধি-চালিত হইয়া জানিয়া বুঝিয়া করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশ ইংরেজ-বিদ্বেষীরূপে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব তিনি যে উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে প্রেরণা পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই বিপ্লব ও বিদ্রো-হের পথে তিনি ধর্ম্ম সংস্কারকের নেতৃত্ব লাভের অভি-লাষী ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তিনি তাঁহার প্রতিবেশী বাংলার ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের ন্যায় যুক্তি ও মানুষের বিবেক-সম্মত সৎবুদ্ধির নিকট আবেদন জানানোর উত্তম পন্থা গ্রহণ না করিয়া তিনি রাষ্ট্র বিপ্লবের ধ্বংসা-ত্মক পন্থার মধ্যদিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহিয়া-ছিলেন এবং সেজন্য যে ইংরেজ ভারতীয় মুসলমান-দিগকে সমুদয় বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাহা-দিগকে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা দান করিয়াছে। তিনি পাগলের ন্যায় সেই ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।"

( ক্রমশঃ )

www.ahlehadeethbd.org

# ইস্‌লাম সমন্বয় নহে

অধ্যাপক মোঃ আঃ গণি এম, এ,

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

## কমিউনিজম পরিচিতি :

কমিউনিজমের সাধারণ আদর্শ ও ব্যবস্থাপনা মানবজাতির ইতিহাসের প্রথম হইতেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক কমিউনিজমের সহিত প্রাচীন কমিউনিজমের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কমিউনিজমের সাধারণ কথা—রাষ্ট্র, সমাজ বা গোত্রের মধ্যে অবস্থিত সম্পত্তি বা সম্পদ প্রস্তুতের যাবতীয় বস্তুর উপর সকলের সম-অধিকার ( Common ownership )। প্রাচীনকালে বিভিন্ন স্বাধীন গোত্র তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সাধারণ সম্পদ যথা :—পশুচারণ ভূমি, জলাশয় প্রভৃতির উপর সাধারণ অধিকার ভোগ করিত এবং গোত্রের সকলেই এই সকল সম্পদে সমান অংশীদার ছিল। সম্পদের উপর সার্বজনীন অধিকারের আদর্শ প্রাথমিক অবস্থা হইতেই চলিতে থাকে; কিন্তু পরবর্তীকালে শক্তিশালী রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সার্বজনীন অধিকার খর্ব হইতে থাকে। মধ্যযুগে সামন্ত প্রথা (Feudalism) প্রচলিত হওয়ায় সর্বসাধারণ তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। মধ্যযুগের অবসানের পর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু হয়। এই ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ সম্পদের মালিকানাত্ব লাভ করে অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান বিত্তশালী লোক। উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে এবং সম্পদহীন সাধারণ মানুষ অনন্যোপায় হইয়া অল্প মজুরিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করিতে বাধ্য হয়। শিল্পপতিগণ শ্রমিকগণের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে সাধারণ মানুষরূপে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। এই সময়েই শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। শ্রমিকগণের অবস্থা চরম সীমায় পৌঁছে। শ্রমিকগণের এহেন শোচনীয় অবস্থা কিছু সংখ্যক মহানুভব ও বিত্তশালী লোকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে ; কার্ল মার্কস এই সমস্ত মহান ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন। শ্রমিকগণের দুরাবস্থা তাঁহার হৃদয়ে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে।

তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নূতন আদর্শ প্রচার করিয়া এক-আন্দোলন আরম্ভ করেন। কার্ল মার্কসের এই আদর্শকেই আধুনিক কমিউনিজম বা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ বলা হয়।

কমিউনিজম মূলতঃ একটি অর্থনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থা হইলেও ইহা এক নূতন জীবনদর্শন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। এই নূতন আদর্শ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কার্ল মার্কসের কমিউনিষ্ট ঘোষণাপত্রে ( Communist Manifesto )। ইহার পর এই আদর্শ বিস্তারিত ভাবে মার্কসের রচিত Das Capilat নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

## ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজম :

ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজম উভয়ই বস্তুবাদী আদর্শ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয়ই মারাত্মক ভাবে পরস্পর বিরোধী। ধনতন্ত্রবাদের অন্যতম আদর্শ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ কমিউনিজমে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন এবং সমগ্র সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পদ এবং যাবতীয় সম্পদ উৎপাদন বস্তু জাতীয় সম্পদে পরিণত করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই আদর্শের কারণেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যক্তি-স্বার্থকে অত্যন্ত খর্ব করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বা ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থাননাই। সমগ্র সম্পদ জাতীয় করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়ায়ত্ত করা ইহার আর একটি নীতি। কাজেই

www.ahlehadeethbd.org

Contents



এই আদর্শভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রবাদের প্রতিযোগীতা নীতির কোন স্থান নাই। কমিউনিজমের সহিত ধনতন্ত্রবাদের আর একটি প্রধান বৈসাদৃশ্য একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র।

কার্ল মার্কস কর্তৃক প্রচারিত কমিউনিজম যে সমস্ত আদর্শ ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

**ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা:**

(Economic Interpretation of History)

মার্কস তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া এবং অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, যেসকল মানুষের সমাজ কাঠামো এবং তাহাদের যাবতীয় রীতিনীতি, আইন-কানুন, সাহিত্য, শিল্প, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই সমাজে প্রচলিত 'অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা (Economic Production relation) অনুযায়ী গড়িয়া উঠে। কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

অদিকাল হইতেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানবসমাজে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করিতেছে। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর শাসক বা শাসক গোষ্টির একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান থাকে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর একচ্ছত্র অধিকার সম্পন্ন শাসক বা শাসকগোষ্টির মর্জি মাফিক জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করে। ইহারই ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সেই দেশেরই শাসকদের ইচ্ছা ও খুশী খেয়াল মত হইয়াছে। পরবর্তী জগতের বিশ্বাস বা ধর্মীয় মতবাদ ইহজগতের প্রচলিত ব্যবস্থাপনারই প্রতিচ্ছবি (Beleived world is the shadow of this world)। কমিউনিজমের মতে পার্থিব বিষয়বস্তু হইতেই সর্বপ্রকার ধারণার সৃষ্টি। যেদেশে মাত্র একজন শক্তিশালী শাসক আছেন তিনি নিজের সুবিধার্থে একত্ববাদের ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। মানুষ একত্ববাদের ধর্মে অভ্যস্ত হইয়া এক শাসকের শাসনকেই পছন্দ করিবে ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যে দেশে দুই বা ততোধিক শাসনকর্তা আছে সে দেশের শাসনকর্তারা নিজেদের প্রয়োজন ও সুযোগ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ বা বহুত্ববাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে। যে ধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলে শাসক বা শাসকগোষ্টির সুবিধা হইবে শাসন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই ধর্ম প্রবর্তকের রূপ ধারণ করিয়া বা ধর্ম প্রবর্তকের সৃষ্টি করিয়া অথবা ধর্ম যাজকগণের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেই ধর্মই প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম যাজকগণ অন্ত পক্ষে রাজশক্তির ধর্মীয় প্রচারণায় সাহায্য করিলে নিজেদের আর্থিক সুবিধা হইবে এই কারণে রাজশক্তির অভিলাষ পুরনেরই উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। আসলে ধর্ম ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে। বিশ্বের স্রষ্টা বলিয়া কেহই নাই, ইত্যাদি আরও অনেক কথা। কমিউনিজমের মতে ধর্মই প্রগতি ও উন্নতির প্রধান অন্তরায়। কমিউনিজমের এই নীতি ও বিশ্বাসটি আরও পরিস্কার করিবার উদ্দেশ্যে একটি উদাহরণ প্রদান করিলাম।

হযরত মোহম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। কার্ল মার্কসের মতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য সমগ্র আরবের একচ্ছত্র শাসনকর্তা হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন। শাসনকর্তৃত্ব দখল করিবার ব্যাপারে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করিলে তাহার ও তাহার দলীয় লোকদের সুবিধা হইবে এই কারনেই তিনি ইসলাম ধর্ম নামে এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। তিনি নিজে ও তাহার দলীয় সহকারী লোকেরা যাহাতে স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারেন এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন জীবন-দর্শন, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকমাত্রায় আফিমে মানুষের যেমন বুদ্ধিজ্ঞান লোপ পায় কার্ল মার্কসের

www.ahlehadeethbd.org

Contents



মতে তেমনই ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান লোপ করিয়া দিয়া তাহাকে স্বার্থপর, ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মের নামে শোষনকারী শাসক সমাজের অনুসারী করিয়া দেয়।

কমিউনিজমের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুসারে সমস্ত ধর্ম প্রবর্তকই স্বীয় স্বার্থের কারণে ধর্ম ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন এবং ধর্ম শোষণের একটি বড় অস্ত্র। ধর্মীয় ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধনের মধ্যেই মানবজাতির কল্যাণ ও অগ্রগতি সম্ভব।

ধর্মছাড়া মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মার্কসের একই কথা। সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং সর্বপ্রকার বুদ্ধিজীবি সমাজ মানবসমাজকে পরিচালিত করিবার জন্য যে সমস্ত আদর্শ ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভিত্তিমূল হইতেছে অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্ক ( Economic Production Relation )। এই আদর্শ অনুযায়ী পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলও হইবে তাহাই। প্রচলিত পারিবারিক ব্যবস্থা শোষণের এক উৎস। সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শোষণের উৎস বর্তমান পারিবারিক ব্যবস্থার উৎখাত করিতে হইবে। পরিবারে পিতাপুত্র, মা ও সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, ভাই ভাই ও অন্যান্যদের মধ্যে যে মায়া-মমতা, প্রেম ও ভালবাসা বর্তমান, তাহারও মূল কারণ অর্থনৈতিক। ইহারা অর্থনৈতিক কারণেই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; আর এই নির্ভরশীলতার জন্যই তাহাদের মধ্যে স্নেহ-মমতা, প্রেম ও ভালবাসা।

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে কমিউনিজমের প্রথম ও অন্যান্য সকল আদর্শ ও নীতির সমালোচনা করিব।

২। শ্রেণী সংগ্রাম ( Class struggle )

শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস কমিউনিজমের এক প্রধান ভিত্তিমূল। কার্ল মার্কস ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, মানবজাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শুধু শ্রেণী সংগ্রামেরই পরিণতি।

মানবজাতির আদি হইতে এপর্যন্ত যে ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা শুধু দুইটী শ্রেণীর দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এই শ্রেণী দুইটির একটি শোষক আর একটি শোষিত। সূচনা হইতেই শক্তিশালী রাজা বা শাসক শ্রেণী এবং দুর্বল প্রজা, সামন্ত প্রভু এবং ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী শ্রেণী সমূহের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ ও সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই সংগ্রাম ধনতন্ত্রবাদী শোষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ইহারই ফলে ফ্রান্স এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী এক সুদূর প্রসারী বিপ্লবের ( Reuolution of 1848 )সূচনা হয়। এই বিপ্লবের ফলে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই কমিউনিজমের সূচনা।

কার্ল মার্কসের এই শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ অনুযায়ী দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সিজার, আলেকজাণ্ডার, ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ), সুলতান সালাহউদ্দীন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট আকবর, সম্রাট নেপোলিয়ন, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতি মনিষীবৃন্দ এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণ যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সমস্তই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মোহাম্মদ মানব জাতির ইতিহাসে যে অবদান রাখিয়া যান এবং বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে যে মহান আদর্শ জীবন, দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন কার্ল মার্কসের মতে তাহা মূলতঃ শ্রেণী সংগ্রামের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি স্বীয় অর্থনৈতিক সুবিধার উদ্দেশ্যে তাহার সমর্থক স্বার্থপর ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক শক্তিশালী দল গঠন করেন। এই দলের সাহায্যেই তিনি দুর্বল অসহায় বেদুইনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং দুর্বলের উপর সহজে এবং নিরাপদে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যেই স্বীয় প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম এইরূপ একধর্ম, জীবনদর্শন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করেন।

জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা আনয়ন পূর্বক স্বাধীন বিশ্বের অগ্রগতির সূচনা করিয়া যে ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন তাহাও নাকি শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস। মরহুম কায়েদে আযমের নেতৃত্বে আদর্শ ভিত্তিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভারতীয় প্রতিটি মুসলমান যোগদান করিয়া পাকিস্তান আনয়ন পূর্বক যে ইতিহাস সৃষ্টি

www.ahlehadeethbd.org

Contents



করিল, কমিউনিজমের মতে তাহাও শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস। আসল কথা কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কারণ দর্শাইতে গিয়া শ্রেণী সংগ্রামের যে ফর্মুলা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও অসম্ভব। যথাস্থানে আমরা ইহার সমালোচনা করিব।

**মূল্য প্রাপ্তির শ্রম থিওরী**

মূল্য প্রাপ্তির শ্রম থিওরী (The Labour Theory of Value) কমিউনিজমের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের একটি প্রধান আদর্শ। এ থিওরী অনুসারে দ্রব্য বিক্রির মূল্য একমাত্র শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রমের ফলেই বিভিন্ন দ্রব্য তৈয়ার হয় এবং ইহার বিক্রির ফলে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা শ্রমিক ছাড়া আর কেহই পাইতে পারেনা। কলকারখানা, ফ্যাক্টরী বা জমির মালিকগণ যাহারা নিজেদের অতিকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থে ক্রয় করা কলকারখানা, জমাজমি, বাড়ীঘর এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বিশেষ বস্তু বা দ্রব্য উৎপাদন করিবার কার্যে নিয়োজিত করে। তাহারা এই আশাতেই ইহা করিয়া থাকে যে, ইহার বিনিময়ে তাহারা কিছু লাভ করিবে; তাহাদের এইরূপ আশা করিবার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু কার্ল মার্কসের মতে তাহারা কিছুই পাইতে পারেনা। শ্রমিকেরাই উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের পরিপোষক বিত্তশালী লোকেরা শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশ তাহাদিগকে না দিয়া নিজেরাই বিক্রয় মূল্যের বৃহত্তর অংশ লভ্যাংশ (Profit), ভাড়া (Rent), সুদ (Interest) ইত্যাদি নামে আত্মসাৎ করে।

মিল কারখানার মালিকগণ বিভিন্ন নামে যাহা গ্রহণ করে কার্ল মার্কস এককথায় তাহার নাম দিয়াছেন উৎবৃত্ত মূল্য (Surplus value)। ধনতন্ত্রবাদীরা অন্যায় ভাবে এই উৎবৃত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ইহা শোষণেরই নামান্তর এবং এহেন শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটানোর একমাত্র উপায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন। কমিউনিজমের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অন্যের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নহে (Property is Theft)। কাজেই ইহার অবসানের প্রয়োজন।

**সমাজ বিপ্লব:** (Social Revolution)

কার্ল মার্কসের মতে ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থায় শোষণের ফলে এক সময়ে নিঃস্ব শ্রমিকগণের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা হইবে। ইহারই ফলে ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ধনতন্ত্রবাদে অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার থাকায় অল্পমূল্যে বস্তু উৎপাদন করিয়া অধিক সুযোগ ভোগ করিবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান। ইহারই ফলে বৃহদাকার হইতে আরও অধিক বৃহদাকার শিল্প কারখানা হইতে থাকে পরিণামে অল্পবিত্তশালীরা তাহাদের মিলকারখানা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে বৃহদাকার শিল্পকারখানায় অল্পসংখ্যক শ্রমিক দ্বারা কাজ চলিতে থাকে। এই দুই কারণে অধিক সংখ্যক শ্রমিক বেকার হইতে আরম্ভ করে, ফলে শ্রমিক সমাজের দুঃখদৈন্য ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। শ্রমিকগণের দুঃখ দুর্দশা পরিণামে চরমে উঠিবে এবং তাহাদের পুঞ্জিভূত অসন্তোষ দেশব্যাপী বিপ্লবরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। এই বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রবাদী শোষকদের পতন ঘটিবে এবং শ্রমিকগণের একনায়কত্ব মূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কমিউনিজমের আদর্শ বাস্তবায়িত করিয়া সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজন। কার্ল মার্কস ও তাঁহার পরবর্তী কমিউনিষ্ট নেতাদের ইহাই বিশ্বাস। কার্ল মার্কসের মতে যে দেশে ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকগণের উপর বেশী জুলুম হইতেছে সেই দেশেই কমিউনিজম সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। মার্কস বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সেই সর্বাগ্রে কমিউনিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এ সমস্তদেশের একটিতেও কমিউনিজম মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেনাই।

বিংশ শতাব্দীর কমিউনিষ্ট নেতারা তাহাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমাজবিপ্লব ছাড়া প্রয়োজনীয় সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। নূতন ব্যবস্থার

www.ahlehadeethbd.org

Contents



মধ্যে অন্যতম ব্যবস্থা হইতেছে বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকার কর। কমিউনিজমে অন্ধবিশ্বাসী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দিগকে উৎকোচ প্রদান বা অন্য কোন প্রলোভন দ্বারা শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং এই বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট রাজ-নৈতিক নেতাদের আহ্বানে শক্তিশালী কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা। পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে এবং চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব আরম্ভ হইলে রাশিয়া সশস্ত্র সামরিক সাহায্যে অগ্রসর হইয়া শাসনদণ্ড হস্তগত করিয়া এই সমস্ত দেশে বলপূর্বক কমিউনিষ্ট শাসন চাপাইয়া দেয়।

### ৫। সর্বহারাদের একনায়কত্ব
( Dictatorship of the Proletariate )

ধনতন্ত্রবাদী ও বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে পরি-চালিত কমিউনিষ্ট বিপ্লব জয়লাভ করিলে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হইবে সর্বহারা শ্রমিকগণ। এই রাষ্ট্রে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহার জনসাধারণ সকলেই হইবে শ্রমিক। শ্রমিক ছাড়া এখানে অন্য কোন দলের অস্তিত্ব থাকিবেনা।

শ্রমিকগণের একনায়কত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবাস্তব নীতি ও আদর্শ বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারেনাই বরং কার্যতঃ একব্যক্তি বা পার্টির এক-নায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

### ৬। সাম্যবাদী সমাজ
( Society of equal Responsibility and amenities )

সর্বহারা শ্রমিকগণের একনায়কত্বে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রত্যেকেই তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য করিবে এবং তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী লাভ করিবে। এই সাম্যবাদী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কার্ল মার্কস যে নীতি অবলম্বন করিতে বলিয়া-ছিলেন তাহা "প্রত্যেকেই তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য করিবে এবং প্রত্যেককেই তাহার প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হইবে" (From each according to his ability and to each according to his need) কমিউনিজমের এই নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারেনাই।

### ৭। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন
( Withering away of the state )

কার্ল মার্কসের মতে শ্রমিকগণের একনায়কত্ব-মূলক শাসনব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলিবেনা। কারণ কিছু-দিন এই শাসন চালু থাকার পর শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম হইলে শোষণমুক্ত সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য অনুসারে কার্য করিয়া যাইবে এবং সর্ব ব্যাপারে সম অধিকার লাভ করিবে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় শাসন কায়েম রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথা সৈন্যবাহিনী, পুলিশবাহিনী, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা, ইত্যাদি চালু রাখার প্রয়োজন হইবেনা এবং ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার পর প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কার্ল মার্কসের এই কাল্পনিক রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা শুধু কল্পনাতেই রহিয়া গিয়াছে। বাস্তবে ইহা কার্যকরী হয়নাই এবং কোনদিনই তাহা হইবেনা।

### ৮। কমিউনিজমের বিশ্বজনীন রূপায়ন নীতি
( International Character of Communism )

কার্ল মার্কস বিশ্বের সমস্ত মানুষকে দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন, ইহাদের একদল শোষিত ও শ্রমিক; অন্যদল শোষক বুর্জোয়া ও ধনতন্ত্রবাদী। মার্কসের মতে সকল দেশের শ্রমিকগণের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। তাহারা এক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকল্পে সকল দেশের শ্রমিকগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে। কমিউনিষ্টদের মতে বিশ্বের সকল দেশে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়। কমিউনিজমের নিরাপত্তার জন্য সমগ্র বিশ্বে ছলে-বলে-কৌশলে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা সকল কমিউনিষ্টের পবিত্র কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

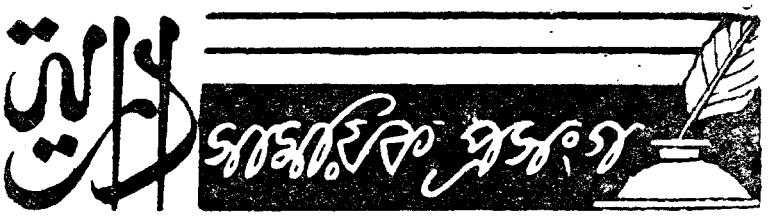

Contents

# সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

## পাক-সংযুক্ত আরব জমহুরিয়ার সম্পর্ক

মিসর ও সিরিয়ার সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক শুধু ধর্ম-ভিত্তিক নহে, তমদ্দুনিক দৃষ্টিকোন হইতেও এতদুভয় দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাই সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের উন্নয়নে পাকিস্তানী জনসাধারণ আন্তরিকতার সহিত আনন্দঅনুভব করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর করিতে চাহিলে তাহা সহজেই কার্যকরী হইতে পারে। আযাদী লাভের পর হইতেই পাকিস্তান এতদুভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ককে গভীরতর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে এখনও সে চেষ্টার বিরতি হয় নাই। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন্নাসেরের পাকিস্তান সফরে আসার কথা বহুদিন পূর্ব হইতেই ঘোষণা করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার কর্মব্যস্ততার দরুন তাহা সম্ভব হইয়া উঠেনাই। আজ তাঁহার পাকিস্তান সফরের দরুন পাক-জনসাধারণ তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্ত মুবারকবাদ জানাইয়াছে।

পাকিস্তানের বর্তমান বিপ্লবী সরকার সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া কাজ করিয়া যাইতে সর্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, জনাব নাসেরও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যতে জনাব নাসেরের সরকারও পাকিস্তানের সহিত সম্মিলিত হইয়া কাজ করিবেন বলিয়া আমরা ভরসা করি। উভয় রাষ্ট্রই ভ্রাতৃত্বের মনোবৃত্তি লইয়া কাজে অগ্রসর হইলে মুসলিম জাহানে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইবে বলিয়া জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রই নহে বরং সমস্ত মুসলিম জাহানের সমস্যাসমূহ একই ধরণের। প্রতিকূল পরিবেশের দরুন মুসলিম জাহান আজ বহু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতার দরুন তাহারা আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

---

কমিউনিজমের এই নীতি এবং কমিউনিষ্টদের বিশ্বব্যাপী নিজেদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার এহেন প্রচেষ্টা সকল স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের জন্যই মারাত্মক।

## কমিউনিজমের অসারতা ও সর্বনাশা পরিণতি :

কার্ল মার্কস যে কমিউনিজমের প্রচার করিয়াছিলেন তাহা তদানিন্তন ইউরোপের শোষণমূলক ধনতন্ত্রবাদী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার ফল। অন্যপক্ষে তাঁহার এই মতবাদ ও আদর্শ শুধু অবাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীতই নহে; তাহা স্রষ্টা, ধর্ম, স্বাধীন বিশ্বের কৃষ্টি ও সভ্যতা, গণতন্ত্র ও মানুষের স্বভাবগত সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

( ক্রমশঃ )

www.ahlehadeethbd.org

Contents



প্রতিপক্ষ সুপরিকল্পিত উপায়ে মুসলিম জাহানের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই মুসলিম জাহানের প্রাণে এক নব প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছে, কোন্ কোন্ দেশ কর্মমুখর আর কোন্ কোন্ দেশ মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে অল্প বিস্তর সর্বত্রই কিছুটা জাগরণের মৃদু বাতাস বহিয়া চলিয়াছে। অতীতের জড়ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাকিস্তান শিল্পোন্নয়নের দিকে সর্বাগ্রে নজর দিয়াছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের যেসমস্ত রাষ্ট্র নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র তাহাদের অন্যতম। জামাল নাসেরের যোগ্য নেতৃত্বে মিসর সিরিয়া আজ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে।

পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সমস্যাবলী একই ধরণের সুতরাং সম্মিলিত ভাবেই তাহাদের সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যেসমস্ত ভুল বুঝাবুঝি রহিয়াছে তাহা বিদূরীত করিবার জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীদের সুভেচ্ছামূলক সফর বিনিময় করিলে উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হইয়া উঠবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। প্রেসিডেন্ট নাসেরের এই সফর উভয় রাষ্ট্রের পরস্পরকে বুঝিবার পক্ষে সথেষ্ট সহায়তা করিবে।

প্রেসিডেন্ট নাসের পাকিস্তান হইতে বন্ধুত্বের সওগাতই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং এই সওগাত মুসলিম জাহানের দিকদিশারীরূপে কাজ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

১৯৫২ সনের ২৩শে জুলাই মিসরের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিন জামাল নাসেরের যোগ্য পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী ফারুকের শিংহাসন ধ্বসিয়া পড়ে, রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়, অযোগ্য নেতৃত্বের সমাপ্তি ঘটে, শাহী প্রাসাদে এক বিপ্লবী পতাকা পৎপৎ করিয়া উড্ডীন হইতে থাকে। অন্যদিকে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরও পাকিস্তানের ইতিহাসে অপর একটি স্মরণীয় দিন। অনুরূপ ভাবে জেনারেল আইয়ুবের যোগ্য নেতৃত্বে অযোগ্য শাসনযন্ত্রের এখানে অবশান ঘটে। এই দিক হইতেও উভয় দেশের মধ্যে একটা সাদৃশ্য বিরাজমান।

আরব জাহান ও পাকিস্তানের যে বিপুল ভৌগলিক ব্যবধান রহিয়াছে ইসলামী বন্ধন সেই ব্যবধানকে নিকটতম করিয়া লইয়াছে। ইসলামের উদার মিলনের ক্ষেত্রে আরব অনারব সবই এক—পাকিস্তান, মিসর ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পরস্পর পরস্পর ভাই ভাই। একদিন আরবের বুক হইতেই তওহীদের আলো বিচ্ছুরিত হইয়া তামাম জাহানকে আলোক দান করিয়াছিল আর সেই শক্তি সেই বন্ধন আজও অবলুপ্ত হয়নাই—কিছুটা শিথিল হইয়াছে মাত্র। সেই শিথিলতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার তওহীদের পূর্ণ বলে বলিয়ান হইয়া নিখিল বিশ্বকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করিবার জন্য উভয় দেশকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে, যোগ্য নেতৃত্ব দান করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট নাসের পাকিস্তানে যেসব বিবৃতি দিয়াছেন তাহার মূল কথা ছিল পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরবের সম্পর্কের উন্নয়ন। প্রসঙ্গতঃ তিনি নৈতিক মনোবল, ধর্মীয় ও তমদ্দুনিক যোগাযোগ এবং অনুন্নত দেশগুলির সংঘবদ্ধ বৈষয়িক অগ্রগতির চেষ্টার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

সত্যিকথা বলিতে গেলে নৈতিক বলের পরাজয় নাই। সুয়েজ আক্রমণের বেলায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুদৃঢ় নৈতিক মনোবল লইয়া অগ্রসর হওয়ার দরুণই মিশর ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিয়াছে।

পাকিস্তান মুসলিম জাহানের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে তমদ্দুনিক বন্ধন দৃঢ়তর ও ব্যাপকতর করিতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে। প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও পাকিস্তান তাঁহার স্বকীয় আদর্শে অবিচল রহিয়াছে। আরবী মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা এবং সংযুক্ত আরব জমহুরিয়ার রাষ্ট্র ভাষাও বটে। এই ভাষার মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধন আরও গভীরতর হইতে পারে ফলে উভয় দেশই উপকৃত হইবে এমন নহে বরং

www.ahlehadeethbd.org

সারা মুসলিম জাহান ইহা হইতে শক্তির প্রেরণা পাইবে।

পাকিস্তান ও আরব জমহুরিয়া পরস্পর পরস্পরকে নানাদিক হইতে সহায়তা করিতে পারে। উভয়ে মিশিয়া সারা জাহানকে ন্যায় ও সত্যের দিক দিশারীরূপে চালনা করিতে পারে। সে সুদিন আসুক ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা।

## ইকবালের সাধনা জয়যুক্ত হউক

از برائے وصل کردن آمدی
نہ برائے فصل کردن آمدی

মিলন গীতিকা গাহিবার তরে আসিয়াছ তুমি—
বিরহ গীতিকা নয়”—এই মহান ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে কোকিল একদিন গাহিয়াছিল :—

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود وعیاض
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

সে কোকিলের কণ্ঠস্বর আজ আর ধ্বনিত হয়না চীরতরে নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে সে বীনার ঝঙ্কার। যে বীণায় ঝঙ্কারিত হয়ে উঠিয়াছিল একদিন—

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا
آساں نہیں میٹانا نام ونشاں ہمارا

সে বীণা আজ ছিন্ন-তার। লাহোরের ঐতিহাসিক শাহী মসজিদের তল দেশে সে গায়ক আজ নীরব সাধনায় মগ্ন। যে সাধকের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি—তাঁহার নাম না করিলেও সকলেই আঁচ করিয়া লইতে পারিবেন যে, আমরা আল্লামা ইকবালের কথাই বলিতেছি। মহাকবি ইকবাল আজ আর আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া নাই। আজ হইতে প্রায় বাইশ বছর আগে দুনিয়ার দেনা পাওনা মিটাইয়া তিনি অনন্তের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ ইকবাল শুধু কবিই ছিলেননা বরং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন দার্শনিকও ছিলেন। তাই সারা বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে।

সাম্প্রদায়িকতার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের আযাদী আন্দোলন যখন হিম-সীম খাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদের চক্রান্তজালে আটকাইয়া ভারতের সংখ্যা লঘু মুসলমান যখন দিশাহারা হইয়া হাতড়াইয়া মরিতেছিল, জাতীয়জীবনের সেই চরম দুর্দিনে ডক্টর ইকবাল আলীগড় মুসলিমলীগের সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করিলেন—হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান এই দুই অঞ্চলে ভারতকে ভাগ করিতে হইবে—এই উপায়ে এবং একমাত্র এই উপায়েই হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ডাঃ ইকবালের এই ঘোষণাই হইল পাকিস্তান সংগ্রামের উৎসমূল। এই জন্যই তাঁকে বলা হয় ‘পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা’। সত্যিকারের দার্শনিকদের স্বপ্নই ভবিষ্যতে বাস্তব রূপ ধারণ করে। কবি ইকবালের পাকিস্তান-স্বপ্ন তাঁর দার্শনিক দূরদৃষ্টিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯৩৭ সালের একুশে এপ্রিল এই বুলবুল কবি ইন্তেকাল করিয়াছেন—সে আজ বাইশ বৎসরের কথা। কিন্তু বিশ্ববাসী মুহূর্তের তরেও তাঁর স্মৃতি বিস্মৃত হয়নাই। ইকবাল আজ মরিয়াও মরেন নাই—বরং কবির ভাষায় বলিতে হয়—

“সঙ্গে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।”

ডাঃ ইকবাল ছিলেন আধুনিক উরদু ও ফারছি ভাষার অন্যতম শক্তিশালী কবি। বিশেষতঃ উরদু সাহিত্যে তাঁর কবিতার বলিষ্ঠতা, আশাবাদ ও গভীর দার্শনিকতার দিক দিয়া একটি দিগন্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফারছি সাহিত্যে তাঁর কাব্য ‘ইরফানে নফছ’ বা আত্মদর্শনের বিশ্লেষণে অপূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

ইকবাল ছিলেন বিশ্বের সেই মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম, যাঁরা জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ও ওয়াকেফহাল ; যাঁদের লিখনীর প্রতিটি আঁচড় ব্যবহৃত হয় মানবতার কল্যাণে ; যুগে যুগে দেশে দেশে যাঁদের লিখনী আনয়ন করে বৈপ্লবিক ভাবধারা।

শোষক-অত্যাচারীদের শোষণ ও নিপীড়ন ইকবালের কবি-মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। তিনি কামনা করিয়াছিলেন বিশ্বজোড়া যুলুম ও নিপীড়নের অবসান একান্ত ভাবে। কিন্তু তাঁহার এই কামনার পিছনে কোনরূপ শ্রেণীবিদ্বেষ বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents



আমেজ ছিলনা বরং ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের জীবন্ত আদর্শই তাঁকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীতে যখন জড়বাদী দর্শনের কুয়াশা-জাল মানবমনকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করিয়া চলিয়াছে, তখন এ শতাব্দীর মুসলিম জাহানের সেবা কবির—দার্শনিকতার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও বিজ্ঞানকে ঘাঁটিয়া ইকবাল এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিলেন যে, মানবতার মুক্তি ও প্রগতি একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই সম্ভব।

ইউরোপ প্রবাসকালে পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার উলঙ্গরূপ অত্যন্ত নগ্নভাবে ইকবালের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। ইহার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব হইতে মুসলিম জাহানকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি কঠোর সাধনায় লাগিয়া যান। অন্তর খুলিয়া পাশ্চাত্য জড়বাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন।

ইসলামী আদর্শ ও উহার মূল্যমানকে আধুনিক পরিবেশে কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হয়—সে সম্বন্ধে তিনি আজীবন যে কঠোর সাধনা করেন ইহার স্বাক্ষর রহিয়াছে তাঁহার বিভিন্ন কবিতা ও সাহিত্যে।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইকবাল নিরন্তর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। আর সেই সাধনার স্বাভাবিক অনুসংগী স্বরূপই তিনি ভারতে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিমলীগের যে অধিবেশন হয় সেই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি সর্বপ্রথম দেশ বিভাগের আওয়াজ তোলেন। ইকবালের এই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তীকালে ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে "পাকিস্তান" দাবী উত্থাপিত হয়। ভারতের মুক্তি সাধনা যেখানে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল—একজন কবির কল্পনায় তার বাস্তব সমাধান সর্বপ্রথম ধরা পড়িবে তাহা আশ্চর্যের কথা বৈ কি? তবুও ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

ইকবাল কবি ছিলেন, ইকবাল দার্শনিকও ছিলেন—কবি ও দার্শনিক হিসাবে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু দার্শনিক কবি ইকবাল যে একজন সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিকও ছিলেন—ইতিহাসের সে রায়কে বিংশ শতাব্দীর মানুষ কোন দিন অস্বীকার করেনাই—করিতে পারেনা।

ডক্টর ইকবাল কবি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন, রাজনৈতিক ছিলেন বটে, কিন্তু সব কিছুর উর্দ্ধে তিনি ছিলেন একজন ইস্‌লামী আদর্শের অনুসারী। তাঁর কাব্য, তাঁর দর্শন, তাঁর রাজনীতি—সবকিছুর পিছনেই প্রতিনিয়ত একটি আদর্শবাদ প্রেরণা যোগাইয়াছে—আর তাহা হইল ইসলামী আদর্শ।

আজ আমরা পাকিস্তান হাছেল করিয়াছি—কিন্তু দার্শনিক ইকবাল যে পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন সে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের আদর্শের দেশে এখনও আমরা পৌঁছাইতে পারিনাই,—কবে সেখানে আমরা পৌঁছাব তা' বলা মুশকিল। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আজ হউক, কাল হউক বা দুই দিন পরে হউক পাকিস্তানের সে আদর্শের দেশে আমাদেরকে পৌঁছিতেই হইবে। অন্যথায় কবি ইকবাল ও কায়েদে আযমের ইপ্সিত পাকিস্তান সংগ্রাম অসমাপ্তই থাকিয়া যাইবে।

কবি ইকবাল চাহিয়াছিলেন—বিশ্বজোড়া ওথুৎ-ওয়াতে ইস্‌লামিয়ার বন্ধনকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করিতে, তাই কবির মুখে একদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল :—

مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

আজিকার দিনের পাকিস্তান তাঁহার নৈতিক ও বুদ্ধিগত জীবন চর্চ্চার জন্য প্রাণবন্ত কবি ও দার্শনিক ইকবালের নিকট ঋণী, এ নির্মম সত্যটিকে অস্বীকার করিবার উপায়নাই। তাঁহার কবিতার প্রাণচাঞ্চল্য, উদ্দীপনা, তাঁহার মুসলিম বিশ্বরচনার সাধনা—আমাদিগকে প্রেরণা যোগাইতে থাকিবে অবিরত।

সত্যিকথা বলিতে গেলে ইকবাল আমাদের জীবন-প্রবাহ ও চিন্তাধারার বৈপ্লবিক রূপ দান করিয়াছেন। ইকবাল সাহিত্য ধর্ম সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সকলের জন্যই আকর্ষণীয়।

ইকবাল সাহিত্যের প্রভাব আধুনিক বিশ্বে দিন

www.ahlehadeethbd.org

Contents



দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যেও ইকবাল সাহিত্যকে আরবী ভাষায় অনুদিত করিবার ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা সাহিত্য কবি ইকবালের ভাবধারায় যেরকম সমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিল—সে রকম হয়নাই।

গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক স্মৃতিবার্ষিকী পালন করিলেই অতিক্রান্ত মনীষীদের আত্মা সুখী হয়না বরং তাঁদের আত্মাকে খুশী করিতে হইলে তাঁদের আদর্শের বাস্তবায়ন ও আরদ্ধকাজের সমাপ্তি ঘটাইতে হইবে, অন্যথায় স্মৃতিবার্ষিকী পালন একটি প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়মাত্র।

বিশ্বমুসলিম বিশেষ করিয়া পাক জনসাধারণ দার্শনিক ইকবালের কল্পনাকে বাস্তব রূপদান করার সংকল্প গ্রহণ করিলেই আজিকার ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকী সার্থক হইবে। ইকবালের সাধনা জয়যুক্ত হউক।

**লজ্জাস্কর**

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমোদ প্রমোদের নামে কতিপয় ছাত্র অমার্জিত রুচির পরিচয় দিয়াছে তাহার বিবরণ পাঠ করিলে লজ্জায় যেকোন মার্জিত রুচি সম্পন্ন লোকের মাথা হেঁট হইয়া যায়। উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যাইতেছে এবং যে দেশের উচ্চ শিক্ষিত লোক এইরূপ বেহায়া হইতে পারে সে দেশের ভবিষ্যৎ কোথায়? অবশ্য ইহা অত্যন্ত খুশীর কথা যে, উক্ত অনুষ্ঠানে যেসমস্ত ছাত্র অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই এই সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ইহার বিষময় ফল যাহাতে সংক্রামিত হইতে না পারে কর্তৃপক্ষকে তৎপ্রতি কড়া নযর রাখিতে হইবে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গ্রীষ্মকালীন ছুটিকে উপলক্ষ করিয়া কতিপয় ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনন্দ মেলার আয়োজন করে। অদ্ভুত ধরণের সাজ পোষাক এমন কি মেয়েলী ব্লাউজ পরিয়া তাহারা হৈ হল্লা করিতে আরম্ভ করে। কাদা মাখামাখি, রং ছিটাছিটি, নিরীহ প্রকৃতির ছাত্রদিগকে ঠেলিয়া পুকুরে ফেলা ইত্যাদি। তাহাদের মত্ততার হাত হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও রেহাই পায় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। ছাত্রীদের গায়ে রং ছিটাইবার চেষ্টা করা হয়, ছাত্রীদের রিক্সা আটক করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জ্যাকামী করিয়া পয়সা আদায় করা হয়।

এই কতিপয় ছাত্রের উচ্ছৃংখলতা হইতে অধ্যাপকগণও রেহাই পাননাই, অধ্যাপকদের নাম ধরিয়া টিটকারীও দেওয়া হইয়াছে।

কোন অধ্যাপককে অমুক মিয়া ছাহেব ফ্রি চিয়ার্স ইত্যাদী বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। মোটকথা, অধ্যাপকগণও সেদিন এই মুষ্টিমেয় উচ্ছৃংখল ছাত্রের নিকট নাজেহাল হইয়াছেন। কতিপয় ছাত্রের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র, ছাত্রী ও অধ্যাপকগণ নাজেহাল হইলেন—এই কতিপয় ছাত্র কাহারা? কর্তৃপক্ষকে তাহাদের শনাক্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আদর্শ-শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রকাশ, এই সমস্ত উচ্ছৃংখল ছাত্ররা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর পড়া খতম করিয়া এম, এ, ডিগ্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

এই বিকারগ্রস্ত ছাত্র সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের মুখে কলংক লেপন করিয়াছে। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রুচি ও বিবেককেও তারা এমনভাবে খতম করিয়া দিয়াছে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারিনাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া সমাজে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক, পারিবারিক সর্বোপরি বিরাট জাতীয় দায়িত্ব তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত হইতেছে তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন কি? উল্লিখিত ছাত্রগণ যে ভাঁড়ামিজনক নাটকের অভিনয় করিয়াছে তাহা খুবই লজ্জাজনক। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল ছাত্র সমাজ যাহাতে তাহাদের এই কুপ্রভাব হইতে রেহাই পায় পূর্বাহ্ণেই সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সমাজ ইহাই কামনা করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়া ছাত্র সমাজ মাষ্টার অব আর্টস হইয়া বাহির হউক মাষ্টার অব 'ডেভিল' নহে।

www.ahlehadeethbd.org

## কুল্লো মান আলাইহা ফান

মৃত্যু মানুষের নিত্য সহচর। বিশেষতঃ জন্মই মানুষের মৃত্যুর কারণ। এবং এই চিরাচরিত নিয়মানুসারে রাজশাহী জেলার হাঁসমারী নিবাসী উলামাকুলভূষণ প্রবীন মোহাদ্দেস হযরত মাওলানা আব্বাসআলী সাহেব পরিপক্ক বয়সে বিগত ২৮শে চৈত্র এ নশ্বর জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্তের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ইন্না লিল্লাহে .....রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১০৫ বৎসর। এই বয়সের মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা চলেনা তথাপি তাঁহার অসংখ্য ভক্ত অনুরক্তের দল মরহুমকে এইরূপ ভাবে বিদায় দিতে মোটেই তৈয়ার ছিলেননা। তাহারা তাঁহার সাহচর্য হইতে আরও উপকৃত হইতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু নিয়তির ডাক আজ তাঁহাদিগকে সে সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

মরহুম মওলানা ছিলেন প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস ভুপালের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ ছাহেবের সহযোগী ও মওলানা শেরখ হোসেন আরবের ছাত্র। মরহুম মওলানা ছাহেব প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস মিয়াঁ ছাহেব কেবলারও ছাত্র ছিলেন। তিনি আজীবন কোরআন ও হাদীসের খেদমত করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যা, এক পৌত্র ও এক পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী মোহাদ্দেসদের মধ্যে মরহুম মওলানা আব্বাস আলী সাহেব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। এবং প্রবীনতার দিক দিয়া বলা চলে যে, তাঁহার সমসাময়িক মোহাদ্দেসের সংখ্যা অতি বিরল এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। তাঁহার ন্যায় আলেম বাআমলের সংখ্যা এদেশে আরও নগণ্য। গত অর্দ্ধশতাব্দীর বেশী কাল হইতে রাজশাহী ও ইহার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের মুসলিম জনসাধারণ তাঁহার জ্ঞান সিন্ধু হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়া আসিয়াছেন। শির্ক ও বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। আমরা মরহুমের রুহের মাগফেরাৎ কামনা করিয়া—তাঁহার পরিবার পরিজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

# ফুল

--মাহ্‌তাব উদ্দীন

আমি ফুল আমি ফুল।
দিগন্ত মুখরিত সুরভে মম,
পৃথিবী তাই বুঝি হইল আকুল
সারি বাঁধি মধু লোভে কেন,
গুঞ্জরে হেতা অলিকুল।
আমি ফুল আমি ফুল।

প্রজাপতি মাখে পরাগে বয়ান
বিষ নিয়ে আয় কোন ভিমরুল,
ঘোলতারা আসি মম বুকে বসি
বৃথা হানে কেন হুল।
আমি ফুল আমি ফুল।

সেথা মৌমাছি আসি বসে নাচি নাচি
মধু নিতে কভু করেনাত ভুল,
দুনিয়ার বাগে সবে এস আগে
হও সবে মৌ-সমতুল।
আমি ফুল আমি ফুল।

নিয়ে যাও বধু, হেতা হ'তে মধু
বিষ যেন নিওনা, ক'রে ভুল
নিও বুকে ধরে, ফিরো নিজ ঘরে
অকালেতে তুমি পাবে—কুল।
আমি ফুল আমি ফুল।

ফুলের রূপে ও গন্ধে যেন
হইওনা ভাইরে সবে ব্যাকুল,
গুণির গুণটী নিও তুলে মাথে
রবেনা বিশ্বে হ'য়ে বাতুল।
আমি ফুল আমি ফুল॥

www.ahlehadeethbd.org

# ঈদ্-মোবারক

---আফজল হোসেন

পুবালীর চরে ওই নবারুণ হাসে নব অনুরাগে,
বিটপীর শাখে পাখী বসি গায়, ফুলফোটে গুলবাগে।
প্রাতঃ সমীরণ স্নিগ্ধতাময়, শান্ত, রঙীন প্রভাত—
বহিয়া আনিল ধরণীর দ্বারে স্বরগের সওগাত।
—আজিকে খুশীর ঈদ
টুটেছে গাফেলী নিদ

নিখিল জাহানে মুসলিম ঘরে গিন্নী রাঁধিছে ফিরনী
কোর্ম্মা-পোলাও দু'হাতে বিলায়ে চলে অঢেল সিরনী,
মু'মিনের হৃদে জেগে ওঠে আজি সেই তৌহিদী জোশ্,
ঈদগাহে চলে, ভেদাভেদ নাই, ওরে জিন্দেগী খোশ।
প্রাণ খোলা আলাপন
কী মধুর সম্ভাষণ!

সিনায় সিনায় ওরে মোলাকাত চলে, খোদার কালাম—
ফুকারি জবানে, মুক্তাদির সাথে আজি মেলেরে ইমাম!
ময়দানে ওই তক্‌বীর ওঠে—হাঁকে হেজবুল্লার দল,
থর্ থর কাঁপে ইব্‌লিস যত, আর তার সেনাদল।
নিখিলের কলরব
স্তব্ধ এবে হোল সব

রিনি ঝিনি রিনি, জাগে শুধু ধ্বনি—আল্লাহু আকবর,
মুসলিম শিরে আবে-রহমৎ ওই ঝরে ঝর ঝর।
ওরে তোরা আয়, এলাহীর শানে মোরা তুলি দুই হাত-
বিশ্ব-মু'মিনের ইত্তেহাদ চাহি করে নেই মোনাজাত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# ইছলামী গ্রন্থরাজির অপূর্ব সমাবেশ

### আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ে

হযরত আল্লামা ইছ্‌মাঈল শহীদ (রহঃ) কৃত
উর্দু তক্‌বিয়াতুল ঈমানের বাঙলা অনুবাদ মূল্য ১৷৷০
হযরত আল্লামা ফাখির ইলাহাবাদী (রহঃ) কৃত
ফাছী রিছালার নাজাতিয়ার উর্দু অনুবাদ „ ১৲
মাহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী কৃত
কলেমায় তৈয়েবা অর্থাৎ পাক কলেমার কোরআনী
ব্যাখ্যা ( নিঃশেষ প্রায় ) „ ১৷৷০
আলইছলাম বনাম বস্যু'জম— „ ৷৷৵
হযরত আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল বাকী (রহঃ) কৃত
পীরের ধ্যান অর্থাৎ তাছাউয়ারে-শাইখের অবৈধতা „ ।৵০

### অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী কৃত
পাক শাসন সংবিধান (নিঃশেষ প্রায়) মূল্য ২৷০
ইছ্‌লামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের অভিভাষণ „ ৵০

### আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ „ ৵০

### ফিক্‌হুল হাদীছ

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী কৃত
যওউল্লামে (উর্দু) জুম্‌আ মছ্‌জিদ সম্পর্কিত মছআলা
সম্বলিত মূল্য ১৲
তারাবীর ছুন্নত হওয়ার প্রমাণ ও রাক্‌আতের সংখ্যা ১৷৷০
ঈদে কুর্বান (৩য় সংস্করণ) „ ৷৵০
আহলে কিবলার পিছনে নমায „ ৶০
মুছাফাহা (এক হস্তে না দুই হস্তে না তিন হস্তে ?) „ ।৵০

রামাযানের কৃচ্ছ্রসাধনা „ ৷৵০
নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রী „ ৷৵০

### ফিক্‌হ ও মাছায়েল

নমায শিক্ষা (উর্দু রিছালার অনুবাদ) „ ৷৷৵০
মওলানা মোহাঃ সিরাজুল ইছলাম কৃত
শহিদে আজম „ ১৷৷০
দা'ওয়াতে ইসলাম „ ১৷৷০
মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী কৃত
রামাযানের সাধনা মূল্য ১৷০
আ'মালে হজ্ব „ ১৷০
যাকাত দর্পন ৵০
চেরাগে হেদায়ত ( যাদ না দওয়াদ ? ) „ ।৵০
মওলানা আহমদ আলী কৃত ফাতেহা সমস্যা ৷০
নিয়ত ও দরূদ ৷৵০
বাংলা খুৎবা ১৷৵০
সশব্দে আমীন ৷৷০
ছালাতুন্নবী ৷৷৵০
সংসার পথে ৷৷৵০
তাহারৎ
আকীদায়ে মোহাম্মদী ।৵০

---

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— পাঁচ টাকা মূল্যের পুস্তকের অর্ডারের জন্য অগ্রিম দুই টাকা ও দশ টাকা মূল্যের অর্ডারের জন্য অগ্রিম পাঁচ টাকা মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

---

নূতন সজ্জায় বের হয়েছে বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাংখিত পুস্তিকা জনাব
মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী কৃত

## "জন্মনিরোধ"

অল্পসংখ্য মুদ্রিত হয়েছে এখনই অর্ডার দিন, মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

ম্যানেজার, আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২

---

TOLET

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone 5490

Regd. No. DA—130

Contents

# নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

নবী মুছ্তফার (দঃ) নবুওতের বিভিন্নরূপী বৈশিষ্ট্য, তাঁহার নবুওতের সার্বভৌমত্ব ও চরমত্বের কোরআনী, হাদীছী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুল্য এবং অন্যান্য বহুতথ্য সম্বলিত।

হজরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল।

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মুল্য—আড়াই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :— আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

---

## অর্থনীতি শাস্ত্রে দুইখানা নূতন অবদান :—

আধুনিক দুনিয়ায় ধন বণ্টনের যে সকল পরিকল্পনা জগদ্বাসীর সম্মুখে সমুপস্থিত করা হইয়াছে সেগুলির তুলনামূলক সমালোচনা এবং এ সম্পর্কে ইছলামের বক্তব্য কি তাহা জানিতে হইলে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী ছাহেব কর্তৃক সংকলিত—

১। ইছ্লামী অর্থনীতির ক খ মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মূলা ছয় আনা মাত্র।

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jam-iate Ahle-Hadeeth, 86 Qazi Alauddin Road, DACCA. (East Pakistan)

www.ahlehadeethbd.org